নবী মোহাম্মদের জীবনী

মদিনায় নবীর মাজার

দ্বারা অনুবাদিত
মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, বি.কম.
অনুবাদক 'মুসলিম সেন্টস অ্যান্ড মিস্টিকস' (ফরিদ আল-দীন আত্তারের তাদকেরাত আল-আউলিয়া) ইমেইল: hafeezanwar@yahoo.com

ভূমিকা

এই বইটিতে মোহাম্মদ আবদুল রহমানের "মুক্তসার সিরাত নববী" বইটির উর্দু সংস্করণের কিছু পর্বের অনুবাদ রয়েছে, যিনি আরবি বই থেকে উর্দু সংস্করণে অনুবাদ করেছিলেন। এই বইটি সুপরিচিত এবং একটি বিখ্যাত উর্দু বই, যেটি আমার দ্বারা প্রথমবার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এবং আমি এর শিরোনাম দিয়েছি " নবী মোহাম্মদের জীবনী" । আরবি বইয়ে শুধুমাত্র জীবনী সংক্রান্ত বিবরণই এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; অন্যথায়, নবীর জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অন্যান্য বিবরণ এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কারণ এই বইটিতে ইসলাম ধর্মের নবীর জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে এবং অন্যান্য বিবরণ যোগ করা হয়নি।

নিকট অতীতে, একজন অপরিচিত উর্দু কবি, লতাফ বাদায়ুনী, নবীর মোহনীয় এবং সুন্দর চেহারা বর্ণনা করেছিলেন, যা উর্দু কবিতায় প্রশংসার বিষয় হিসাবে পাওয়া যায় না।

নবীর মুখমণ্ডল আয়নার মতো, এমন নয়

আমাদের মনের বা আয়নার দোকানে আর কোনো আয়না নেই।

কিন্তু ফার্সি ভাষায়, এই বিষয়ের একটি বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ: এর অর্থ ও ব্যাখ্যা নীচে লেখা হল।

"তারা সমগ্র মহাবিশ্ব অনুসন্ধান করেছে এবং বিশ্বের সমস্ত সুন্দরী নারীদের দেখেছে, কিন্তু তারা নবীর কমনীয়তা এবং সূক্ষ্ম চেহারা খুঁজে পায়নি, যা ভিন্ন।"

জীবনী রচয়িতা এবং নবীর মুখের লেখক, তাঁর উচ্চ-মানের আচার-ব্যবহার ও গুণাবলী উল্লেখ করে, নিম্নলিখিত বাক্যটি যোগ করতেন।

"আমরা তাঁর আগে বা পরে এমন মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যক্তি দেখিনি।" (আমার নতুন বই থেকে, নবী মোহাম্মদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী।)

এই পর্বগুলি আমার দ্বারা উর্দু ভাষায় উপরের পুরানো বই থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, যাতে কিছু দুর্দান্ত অর্জনের পাশাপাশি তাঁর জীবনী বিবরণ এবং তাঁর জীবনকালে পবিত্র নবীর শিক্ষা রয়েছে। তিনি ইসলাম ধর্মের প্রচারের শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন এবং এ ধরনের বিবরণ যা এখনও

সাধারণ ও বিশেষ মানুষের কাছে অজানা, এই বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে এবং যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্টাইলে পাওয়া যায়। যাইহোক, এই ধরনের তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়, যেমন এই বইতে। আমার দ্বারা এই বইটিতে নবীর জীবনী সংক্রান্ত বিবরণ যুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে পাঠকদের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের বিষয় হবে।

উপরোক্ত তথ্য ও বিবরণের কারণে, পাঠকরা যদি বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাটি পড়া শুরু করে এবং শেষ পৃষ্ঠায় না পৌঁছানো পর্যন্ত পড়া বন্ধ না করে, তবে এতে কিছু মজার ঘটনা এবং অন্যান্য মহান বিশদ বিবরণ এবং মহানবী (সা.)-এর প্রচেষ্টা যুক্ত করা হয়। বই, এবং এই পবিত্র নবী বহু বছর আগে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন।

যদিও এটি একটি ছোট বই, তার গুরুত্বের কারণে, এটি অনেক আকর্ষণীয় ঘটনা এবং ইতিবাচক তথ্যের কভারেজের কারণে এত দুর্দান্ত, তাই এটি এমন একটি জ্ঞান ও তথ্যের সমুদ্রের মতো যা নবীজি সম্পর্কে বিশ্ব থেকে চলে গেলেন। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও প্রচার ও ইসলামের কাজের জন্য তাঁর মহান প্রচেষ্টা এবং অনেক কঠিন কাজ, যা তিনি আরব অঞ্চলে করেছিলেন। সুতরাং এই বইটি মহান এবং এটি ইসলামের সঠিক পথের দিকে মানুষকে হেদায়েতের জন্য জ্ঞানের সাগর উপস্থাপন করবে।

আরব অঞ্চলে ইসলামের মহান পবিত্র নবী এবং তাঁর মহান প্রচেষ্টা সম্পর্কে লেখা শুধু কঠিনই নয়, অত্যন্ত কঠিন কাজ।

দীর্ঘকাল ধরে, পবিত্র নবী ধর্মীয় বক্তৃতা, খুতবা এবং জনগণের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন এবং তিনি আরব উপদ্বীপে এবং সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক মহৎ প্রচেষ্টাও করেছিলেন এবং এমন কোন ঘটনা ছিল না। আরব অঞ্চলে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে যে কোনো সময় বসবাসকারী ব্যক্তিত্ব।

নবীর ব্যক্তিত্ব মহান এবং এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে এবং তিনি ছাড়া আল্লাহর ব্যক্তিত্ব বুঝতে সক্ষম নয় এবং মানবজাতির কর্তব্যগুলিও জানতে সক্ষম নয়। নবীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে মুক্ত করা হয়েছিল:

আল্লাহর ব্যক্তিত্ব, সেইসাথে তার গুণাবলী, ক্ষমতা, এবং দায়িত্ব. নবী এছাড়াও নিম্নলিখিত হিসাবে স্পষ্ট করা হয়েছে. 1. মানবতার মর্যাদা, সেইসাথে তার কর্তব্য এবং অধিকার। এই কারণে, কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ফিকাহ (আরবি:) জ্ঞান নবীর সুন্নাহ (অনুশীলন) না জানলে, ইসলামী আইনশাস্ত্র অসম্পূর্ণ এবং বোঝা অসম্ভব। সুন্নাহ (নবীর অনুশীলন) থেকে, নবীর জীবনী একটি আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয়

জ্ঞান। কেননা পবিত্র কুরআনের বাণীতে যেসব বিষয় লেখা আছে এবং এর বাস্তব উদাহরণ আল্লাহর পবিত্র নবীর জীবনীতে পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা বিনতে আবু বাকের (রা) কে যখন পবিত্র নবীর জীবনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তিনি কি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেননি?" এবং সেই ব্যক্তিটি তাকে উত্তর দেয় যে হ্যাঁ, তিনি ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ পড়তেন।. এতে হযরত আয়েশা বিনতে আবু বাকের (রা) তাকে উত্তর দেন, "তুমি কি কুরআন পড়েনি??" তার চরিত্র হলো কুরআনের পূর্ণ ব্যাখ্যা। "ফান খালাক নবী আল্লাহ কানা কুরআন (মুসলিম রেফারেন্স)। তাই কুরআনের শব্দগুলো বুঝতে হবে। 'অনুশীলন এবং ব্যাখ্যা, একজনকে অবশ্যই পবিত্র নবীর জীবনী অধ্যয়ন করতে হবে।

পবিত্র নবীর জীবনী নিয়ে অনেক বই সব ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু জীবনী সংক্রান্ত কোন বই নেই ফরম্যাটে তথ্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথমবারের মতো, এই বইটি আরবি ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছিল এবং এর অনুবাদ উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল 2004 সালে। এটি আমার দ্বারা 2022 সালে সারা বিশ্বের ইংরেজি জানা মানুষের জন্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। বিষয়ের তথ্য এবং তথ্য সহজে অ্যাক্সেসের জন্য।

শুধুমাত্র জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্যই নয়, এটি নতুনদের জন্য এবং সেইসাথে ইসলামিক সম্প্রদায়ের নতুন সদস্যদের জন্য তাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্য এক নজরে রেডি রেফারেন্সের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই, কারণ কোনো তথ্য যাচাই করার প্রয়োজন হলে বা ডেটা, পবিত্র নবীর অনেক বইয়ের ভলিউম পরীক্ষা করার দরকার নেই, যেহেতু এই বইটিতে পবিত্র নবীর জীবনীর প্রায় সমস্ত ঘটনার কভারেজ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাই এটি গবেষণার জন্য একটি খুব ভাল রেফারেন্স বই। এবং ইসলামী ছাত্র এবং পণ্ডিতদের জন্য রেফারেন্স কাজ। এই বইটিতে, বিষয়ের উপর প্রাথমিক জ্ঞান পাওয়া যায়। অন্য কথায়, নবীর জীবনী পড়া এবং জানার পাশাপাশি দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁর জীবনীর ঘটনাগুলি মনে রাখা সহজ করা হয়।

যদিও এটি একটি ছোট বই, তার গুরুত্বের কারণে, সমস্ত ঘটনা এবং ইতিবাচক তথ্যের কভারেজের কারণে এটি এত মহান, তাই এটি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া আল্লাহর শেষ নবীর জ্ঞান ও তথ্যের সমুদ্রের মতো। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর মহান প্রচেষ্টা এবং অনেক কঠিন কাজ করার পরে। তাই এই বইটি ছোট হলেও ইসলামের সঠিক পথের দিকে মানুষকে হেদায়েতের জন্য জ্ঞানের সাগর উপস্থাপন করবে। আল্লাহর এই মহান ও শেষ রাসুলকে নিয়ে লেখা শুধু কঠিনই

নয়, অত্যন্ত কঠিন কাজও বটে, কারণ তিনি পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক মহৎ প্রচেষ্টা করেছেন এবং তাঁর আগে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেননি এবং হবেও না। বিচারের দিন পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করা.

এই মহান ব্যক্তিত্ব ও মহান নবী সম্পর্কে লেখা কঠিন এই কারণে যে, নবী শুধুমাত্র তাঁর সময়ের একজন মহান ধর্মভীরু ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবীও; সংক্ষেপে, তিনি বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্বের মানবজাতির জন্য এক মহান রহমত ছিলেন কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ধর্মকে নিয়ে এসেছিলেন। সারা জীবন তিনি ধর্মীয় বক্তৃতা, খুতবা এবং জনগণের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত ছিলেন এবং আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি অনেক প্রচেষ্টা করেছিলেন। বিশ্ব তার জীবদ্দশায়, তিনি ইসলামের প্রচারের জন্য কিছু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, এবং এইভাবে এমন কিছু ছিল না যে তার আগে রহমতের নবী জন্মগ্রহণ করেননি, এবং এইভাবে তিনি মানবজাতির রহমত এবং সীল হিসাবে পরিচিত। বিশ্বের সকল নবীদের।

উর্দু বইটির ইংরেজি অনুবাদ, যা বহু বছর আগে ভারতে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, যোগ করা

হয়েছে এবং পবিত্র নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবরণ এই বইটিতে তথ্যের বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নোত্তর বিন্যাসে তথ্যের কারণে, ইসলামিক ক্যাম্পাস স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে তথ্য ও তথ্যে আগ্রহী অন্যান্য পণ্ডিতদের জন্য কালানুক্রমিকভাবে ইসলাম ধর্মের ঘটনাগুলি মনে রাখা সহজ। এটি নবীনদের এবং নতুন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্টভাবে নবীর জীবনী জানতে সাহায্য করবে। আল্লাহর শেষ নবীর ইতিবাচক তথ্য এবং মহান বিশদ বিবরণের কারণে পাঠকদের পাশাপাশি ইসলামী সম্প্রদায়ের নতুন সদস্যরাও এই বইটি পড়ার আগ্রহ খুঁজে পাবেন, যিনি 751 খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন যখন ইসলাম ধর্মের কোন আলো ছিল না। বিশ্বের যে সময়ে উপলব্ধ ছিল. দয়া করে মনে রাখবেন যে সমস্ত জীবনী বিবরণ এই বইটিতে পাওয়া যায়, যদিও সংক্ষিপ্তভাবে, তবে সেগুলি খুব আকর্ষণীয় শৈলীতে উপলব্ধ, তাই এই কারণে, সমস্ত তথ্য দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখা যেতে পারে।

এই বইটি ইংরেজি ভার্সনে 'মুসলিম সেন্টস অ্যান্ড মিস্টিকস' (ফরিদ আল দীন আত্তার রচিত তাদকিরতাল আউলিয়া) মহাগ্রন্থ অনুসারে সম্পাদনা ও বিন্যাস করা হয়েছে যা পশ্চিমা বিশ্বে ইংরেজদের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে

খুবই বিখ্যাত। সুতরাং, এই কারণে, উর্দু বই এবং এর সাহিত্যের সাথে তুলনা করার সময় এতে কিছু ছোট পার্থক্য থাকবে। এই বইয়ের লক্ষ্য হল পশ্চিমা বিশ্বে উপস্থাপন করা, যেখানে পবিত্র সাধকদের জীবনী বইয়ের উচ্চ চাহিদা রয়েছে, সেইসাথে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রচারকারী পবিত্র নবীর জীবনী বিবরণ এবং এছাড়াও নবী এবং তাঁর অনুসারীরা যারা আল্লাহর শেষ নবীর ঐতিহ্য ও অনুশীলন অনুসারে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রচারে তাদের সমগ্র জীবন কাটিয়েছেন এবং কাটিয়েছেন।

আমি এই বইটি এবং আমার দ্বারা প্রকাশিত এই তথ্যগুলি অনেক আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটে যোগ করব এবং এই বইটি তার পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে কারণ এর মধ্যে ঘটনা এবং তথ্যের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে কভারেজের জন্য এটির গুরুত্ব রয়েছে।

আল্লাহর শেষ নবীর শ্রেষ্ঠত্ব কি?

"নূর" (আলো) সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ যখন জীব সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি সর্বপ্রথম "নূর" (আলো) সৃষ্টি করেন

মোহাম্মদ এ-কাসতালানী (আল মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া, খন্ড 1, পৃ. 5, 9, 10) এ বিষয়ে নবীর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী এবং আলী (আ.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত প্রভাব। সুপরিচিত ইতিহাসবিদ আল-মাসুদী (তার মারুজু ধাহাবে) আলী (আ.)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ যখন সর্বপ্রথম মুহাম্মদের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তিনি এতে সাহায্য করেন: "আপনি আমার মনোনীত ব্যক্তি এবং আমার আলো এবং গিদান্সের বিশ্বস্ত। আপনার কারণেই আমি পৃথিবী এবং আকাশ সৃষ্টি করব, নিজের পুরস্কার এবং শাস্তি দেব এবং বাগান ও আগুনকে বেঙ্গে আনব।" তারপর ঐতিহ্যটি নবীর পরিবার সম্পর্কে, ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে, বিশ্বের আত্মা সম্পর্কে, আত্মাদের কাছ থেকে নেওয়া চুক্তি সম্পর্কে কথা বলে যা মোহাম্মদের নবুওয়াত গ্রহণের সাথে এক আল্লাহর বিশ্বাসকে একত্রিত করেছিল।

এ কারণেই ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে নবী বলেছেন: "1 তখন নবী ছিলেন যখন আদম

আত্মা এবং দেহের মধ্যে ছিলেন (অর্থাৎ যখন আদমের অধিগ্রহণ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল)" (আত-তাবারানী, আল-মু’জাম আল-

কবির; A1 খাসাইস আল-কুবরা, vol.l, p.4)।

মুহাম্মাদের নূর ঈশ্বরের আরশ (সিংহাসন) সুশোভিত করেছিল। যুগ যুগ পরে, যখন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন তার কপালে আলো দেওয়া হয়েছিল। এটি নবীর আগমন পর্যন্ত অসংখ্য নবী ও তাদের উত্তরসূরিদের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে

ইব্রাহিম (আ.) ইব্রাহীম (আ.) থেকে, এটি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কাছে এসেছিল।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ ইব্রাহিমের বংশ থেকে ইসমাঈলকে মনোনীত করেছেন এবং ইসমাঈলের বংশ থেকে বনু কিনানাকে মনোনীত করেছেন এবং বানু থেকে কুরাইশকে বেছে নিয়েছেন। কিন্নাহ এবং কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে বেছে নিয়েছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন। আত-তিরমিযী এ হাদীসটি

ওয়াতিলাহ ইবনুল আসকা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এই হাদীসটি সহীহ (সঠিক)।

আবুল-ফিদা তার তারিখ (ইতিহাস) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যেখানে নবী (সাঃ) বলেছেন: ''জিব্রাইল আমাকে বলেছিলেন: 'আমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু আমি মোহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে পাইনি এবং আমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর দিকে তাকালেন কিন্তু হাশিমের বংশধরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো বংশধর খুঁজে পাননি।”

14

দ্বারা প্রকাশিত

মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ।

প্রথম 1444/2022 সালে হাজির।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুত্পাদন বা পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে না, বা যে কোন আকারে বা যে কোন উপায়ে, ইলেকট্রনিক বা অন্যথায় প্রেরণ করা যাবে না।

বিষয়বস্তু
i.
ভূমিকা..., ...02

2. নবীর বংশগত শাখা ………………..24
3. নবীর সম্মানিত পিতামাতা... ……………….. ২৫
4. নবীর পবিত্র জন্মের বিবরণ…………………..২৬
5. নবীর পবিত্র নামের ……………………………… ২৭

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রশংসায়

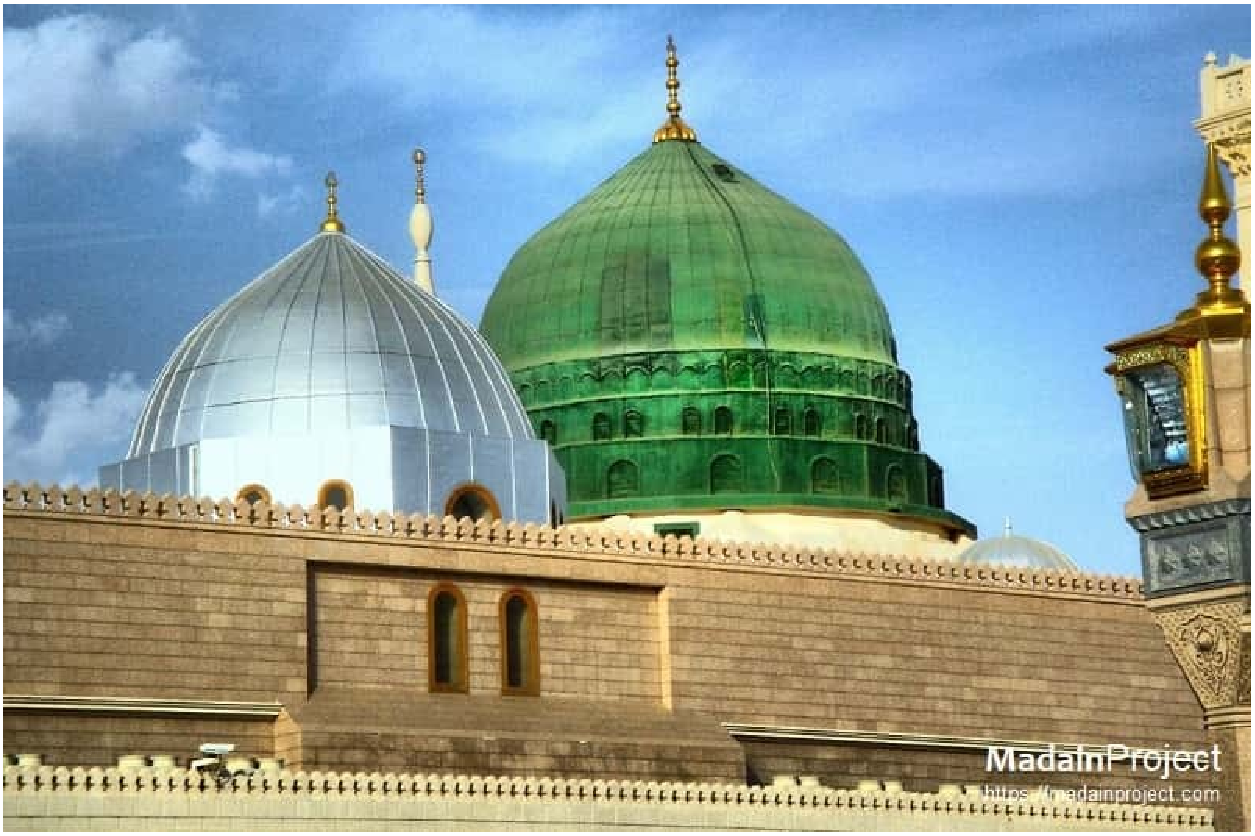

মদিনায় নবী মোহাম্মদের মাজার।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রশংসায়

মদিনায় রয়েছে নবীর সমাধি, যা ফেরেশতারা পরিদর্শন করেন।
এটি এমন একটি সমাধি যে আকাশ-আকাশের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।
মরুভূমি এবং বাগানের মধ্যে কোন সংযোগ আছে কি?
মদীনার মনোরম হাওয়া জান্নাতের বাগানে ঈর্ষান্বিত।
মদিনা নগরী নিরাপদ থাকলে সবকিছু নিরাপদ। তাই আল্লাহ তায়ালা বরকতের কারণ হিসেবে রাখেন।
মদীনা এমনই এক উদ্যানের শহর, যা সব বাগানের শোভা।
জান্নাতের বাগানের ঋতু মদীনার কারণে
মদিনা ছেড়ে গেলে ইডেন গার্ডেন দেখার দরকার নেই।
যেহেতু এটি স্বর্গের চেয়ে উত্তম এবং এটি পৃথিবীতে একটি জীবন্ত স্বর্গ,
আমরা নই, আল্লাহও নবীর শহর ভালোবাসেন।
মদীনাকে ভালবাসা নবী ও আল্লাহর ভালবাসা।
এই দরজার ভিখারি ভাগ্য ও জগতের রাজা।
এখানকার ভিক্ষুকদের দেখে রাজারা ঈর্ষান্বিত হন।
সেখানে যিনি ধনী হয়েছেন এবং যার ভাগ্য অজানা।
কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহিম (আ.) সাহায্য পাবেন।

ওহ, আল্লাহ আমাদের মদীনা শহরে পৌঁছাতে সাহায্য করেন সেখানে কী আছে তা দেখতে। সর্বত্র করুণা এবং একটি উপলব্ধ আশীর্বাদ কোথায়?
কেউ মদীনা ত্যাগ করলে বেহেশতের আশ্রয় পাবে না।
মদিনার প্রতি ভালোবাসা থাকলে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
পৃথিবীতে তাকে বলা হয় মোহাম্মদ, আর আকাশে আহমদ।
বিশ্বে তার প্রশংসা; এছাড়াও, আকাশে তার প্রশংসা পাওয়া যায়।
মদীনায় তার বিরাট শাসন চলছে। এছাড়াও, তিনি আকাশের শাসক।
মদীনা রাজধানী, এবং তিনি দুই জাহানের মহান অধিপতি।
হাফিজ, মদীনা ত্যাগে তুমি কি ভুল করেছিলে? এটি পৃথিবীতে স্বর্গ, এবং স্বর্গের ফেরেশতাদের দ্বারা উপাসনা করা।
মদীনা নগরী ছেড়ে কেন বেহেশতে যাবে দর্শনার্থীরা?
মদীনা নগরীর দোহাই দিয়ে বেহেশত কি?

1. ভূমিকা

পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পরিকল্পনার ব্যাপারে শুধু পরামর্শ দিয়েছে যে, অনুসারীদের উচিত ধর্মীয় নেতা ও পথপ্রদর্শকের শিক্ষা গ্রহণ করা।

কিন্তু আসমানী ধর্মের মধ্যে ইসলাম ধর্ম এমনই আন্তর্জাতিক ধর্ম যে ধর্মের প্রচারক ও নবীর সমগ্র জীবনকে এর অনুসারীদের কাছে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর যার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই পৃথিবীতে মানবজাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সেইসাথে অন্য জগতের মানবজাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এর অনুসরণ ও গ্রহণের উপর নির্ভরশীল।

পবিত্র কুরআন 21 নং আয়াতে নিম্নরূপ বলে:

"আল্লাহর রসূলের মধ্যে অবশ্যই তোমাদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আহযাব 21 আয়াত)

নবীর বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্বে বিশুদ্ধ চেহারা ও বিশুদ্ধ জীবনীর দুটি পূর্ণাঙ্গ মডেল রয়েছে।

ইসলামের জীবনী লেখকরা এ ব্যাপারে নবীজির জীবনী নিয়ে বড় বড় খন্ড রচনা করেছেন। যাইহোক, শুধুমাত্র মুদিদের নেতা (মুহাদ্দিস: হাদীসের পণ্ডিত), মুআদ্দিথ শব্দটি (বহুবচন মুআদ্দিথন, প্রায়শই "ঐতিহ্যবাদী" হিসাবে অনুবাদ করা হয়) এমন একজন বিশেষজ্ঞকে বোঝায় যিনি গভীরভাবে হাদীস জানেন এবং বর্ণনা করেন, তাদের বর্ণনার ইসনাদের চেইন, এবং মূল এবং বিখ্যাত বর্ণনাকারী।

এই বিষয়ের জন্য, ইমাম তরমাযী, আরবি ভাষায় একটি বৃহৎ এবং বিস্তৃত ভলিউম, একটি জীবনী এবং সেইসাথে নবীর বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্বের বিবরণের বিবরণ লিখেছেন। এর শিরোনাম তিনি "আল-শিমাইল তরমাজী" হিসাবে দিয়েছেন এবং এটি তাঁর দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। হাদিসের বইগুলোর মধ্যে এই বইটির অনেক মূল্য রয়েছে কারণ এটি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

আমাদের উস্তাদ, হাদীসের শায়খ, মাওলানা জিকেরিয়া, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সহ প্রথমবারের মতো উর্দু ভাষায় আরবি বইটির অনুবাদ ও সংকলন করেছেন এবং এর শিরোনাম দিয়েছেন "খিসাল নববী শরাহ শামাইল তরমাযী।"

'খাসিল আল-নবভী' নামে পরিচিত শাখ আল-হাদিসের এই বইটি এবং হাকিম আল-উম্মাত মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলীর বিখ্যাত বই 'বাশাতি জেভার' খণ্ড 8-এর

দ্বিতীয় সুপরিচিত বই এবং
পুরানো লেখকের তৃতীয় বই। নবীর জীবনী বই, মুহাদিত ইমাম আব্দুল আজিজ বিন মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন জামা আলমারুফ ইবনে জামা 767 সালে মারা যান। হিজরির খাঁটি ও সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ "আল-মুক্তাসার আল-নদী ফে শরত্নবী" সংকলিত এবং উপরোক্ত তথ্যসূত্র সহ লেখা হয়েছিল। 3 টি বই। আর এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিতে জীবনী সংক্রান্ত বিবরণের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত বিষয় এবং নবীর নামের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এবং তার উচ্চ গ্রেড জিনোলজিকাল রেকর্ড বিবরণ; তার পিতামাতার বিবরণ; বুকের দুধ খাওয়ানো এবং অভিভাবকত্বের বিষয়; শৈশবকাল; পবিত্র স্ত্রী, পবিত্র কন্যা, কানিজ (দাসী) এবং পবিত্র সন্তান; দাসী এবং চাকর. প্রচারক ও রাষ্ট্রদূত, আজান আহ্বানকারী, পাহারাদার, স্যান্ডেল ও পোশাক, পবিত্র জিনিসপত্র, যুদ্ধ ও আক্রমণের অস্ত্র, সওয়ারী প্রাণীর সুবিধার বিবরণ, এবং নবীর মৃত্যুর তথ্য ওহী লেখকদের মধ্যে ছিল। উপরের সমস্ত তথ্য উপরের 3 থেকে নেওয়া হয়েছে। উপরে উল্লিখিত বই।

তাই নবীর জীবনীর এই সংক্ষিপ্ত বইটিতে আপনি তাঁর ব্যক্তিগত, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক

জীবনী সংক্রান্ত প্রামাণিক বাল্ক তথ্যের বিশদ বিবরণ পাবেন, যা ইসলাম ধর্মের নবীর জীবনীর বইয়ের বিশাল পরিমাণে পাওয়া যায় না।

2. পবিত্র নবীর বংশগত শাখা

ইতিহাসের প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা লিখেছেন যে নবী আদম থেকে নবী মোহাম্মদের পবিত্র বংশগত শাখা তিনটি অংশে যুক্ত।

প্রথম বংশগত শাখার রেকর্ডে কোন পার্থক্য নেই। এতে নামের কোন পার্থক্য নেই। যা নবীর পিতা হযরত আবদুল্লাহ এবং তার পূর্বপুরুষ আদনানের সাথে যুক্ত। এবং এটি এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যে এটি নকল করা হয়েছে।

আদান থেকে নবী ইব্রাহিম পর্যন্ত দ্বিতীয় বংশগত অংশটি সম্পূর্ণ, তবে এই অংশের কোথাও কোথাও নামের পার্থক্য রয়েছে।

তৃতীয় বংশগত অংশে, নবী ইব্রাহিম থেকে নবী আদম পর্যন্ত, অসাধারণ স্তরে নামের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নামের এই পার্থক্য এই কারণে যে তারা এই বিষয়ে কিছু কারণের একটি স্বাভাবিক বা মৌলিক অংশ এবং প্রাক-ইতিহাস যুগের নামগুলির বিবরণের কারণে। ইতিহাসের জ্ঞানের বিষয় হিসাবে, যা নবী ঈসার

জন্ম বা মৃত্যুর সময় থেকে শুরু হবে, যীশু খ্রিস্টের আকাশ দ্বারা দখল করার ঘটনাটি ঘটেছিল নবীর জন্মের প্রায় 500 বছর পরে। এই কারণেই বংশগত শাখার নাম বৃদ্ধি এবং হ্রাস রয়েছে। কিন্তু হজরত নবী মোহাম্মদকে নবী ইসমাইলের বংশধর বলে কেউ আপত্তি করে না, যিনি ছিলেন নবী ইব্রাহিমের বড় ছেলে।

নবীর বংশতালিকাগত শাখা যেখানে নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

"মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদ মুনাফ বিন কাসা বিন কালব বিন মারা বিন কাব বিন লুই বিন গালেব বিন ফাহার বিন মালিক বিন নাসার বিন কানন বিন হুজামা বিন মাদরাকা বিন ইলিয়াস বিন মুজার বিন নাজার বিন মাদ বিন আদনান।"

পবিত্র কুরআন অধ্যায় তওবা আয়াত নম্বর 128-এ তার পরিবারকে সম্মানজনক বলে বর্ণনা করেছে।

"তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন।" তোমার কষ্ট তার কাছে বেদনাদায়ক। তিনি আপনার ভালোর জন্য অতিমাত্রায় আকাঙ্ক্ষিত এবং মুমিনদের প্রতি করুণাময় ও করুণাময়। "

ইমাম জাহরি ও হজরত ইবনে আব্বাস ইনফাস্কুমের ফা শব্দটি স্বরবর্ণ বিন্দু জাবেরের সাথে পড়েন এবং ইনফাস্কুমের অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর অর্থ হল নবী সম্মান ও মর্যাদার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী, বাব মাবাস আল-নবী থেকে)।

3. সম্মানিত পিতামাতা

তাঁর মায়ের নাম সৈয়দা আমানা। এবং তার বংশগত শাখা নিম্নরূপ।

"সৈয়দা আমানা বিনতে ওহাব বিন আবদু মানাফ বিন জাহরা বিন কালব।"

হযরত মোহাম্মদ যখন ছয় বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান। হজরত আবদুল্লাহ, যিনি ছিলেন হজরত আবদুল মুত্তাল্লাবের বড় ছেলে, হজরত মোহাম্মদ যখন ছয় বছর বয়সে মায়ের গর্ভে মারা যান।

হজরত আবদুল মুত্তালব মারা যান যখন হজরত মোহাম্মদের বয়স আট বছর।

4. নবীর পবিত্র জন্ম

নবী তাঁর শহর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বছরে (ম আল-ফ্ল (আরবি: হাতির বছর) ইসলামী ইতিহাসে একটি নাম যা প্রায় 570-571 খ্রিস্টাব্দের সমান। ইসলামী সম্পদ অনুসারে, এটি রব্বিল আউয়াল মাসের সোমবার ভোরে সৈয়দ আবু তালেবের বাড়িতে ছিল এবং এই বাড়িটি মক্কার মারওয়া পাহাড়ের বাম পাশে অবস্থিত মওলিদে রাসুল নামে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। আজকাল, এর অর্থ হল 1418 খ্রিস্টাব্দে, এই স্থানে একটি গ্রন্থাগারের জন্য একটি ছোট বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল, নিম্নলিখিত চারটি সুপরিচিত এবং বিখ্যাত উক্তিগুলি নিম্নরূপ:

1,8,9,12 রব্বিল আউয়াল বছরে ফিল (হাতি)

কিন্তু গবেষণার তারিখ নিম্নরূপ।

রব্বিল আউয়াল 1, 8 বা 9 এবং রেকর্ড অনুসারে, নবীর জন্ম তারিখটি নিম্নরূপ: নবী ঈসা (আঃ) এর ক্যালেন্ডার বছর অনুসারে, 20 শে এপ্রিল

, 521

খ্রিস্টাব্দে (সীরাত নবী খণ্ড প্রথম, পৃষ্ঠা 172)

উসমান বিন আসের মা সৈয়দা ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহর বয়ান অনুসারে, "জন্মের সময় তিনি সৈয়দা আমানার ঘরে ছিলেন এবং সেই সময় ঘরে পূর্ণ আলো ছিল এবং আকাশের তারাগুলি নিচু ছিল। নবীর ঘর।" (ফাতহ বারী, ভলিউম 6, পৃষ্ঠা 426)

সৈয়দা ফাতিমা, যিনি নিজেই বলেছিলেন যে "যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং পবিত্র ছিলেন।" আর তার শরীরে কোনো ময়লা আবিষ্কৃত হয়নি। এবং ঐতিহাসিক প্রথা অনুসারে, তিনি খৎনা করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (তাবকাত ইবনে সাদ খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 64; জারকানি খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 124।)

কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন যে তার পিতামহ আব্দুল মুত্তাল্লব সপ্তম দিনে তাকে খৎনা করান, পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করেছিলেন এবং তাকে মোহাম্মদ নাম দিয়েছিলেন।

অন্য কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন যে তার খৎনা দেবদূত গ্যাব্রিয়েল দ্বারা করা হয়েছিল এবং শৈশবে তার বুক কেটে গিয়েছিল যখন

মোহাম্মদ সৈয়দা হালিমার সাথে গ্রামে তার বাড়িতে ছিলেন।

5. নবীর পবিত্র নামের বিশদ বিবরণ

ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এটা নিশ্চিত যে, নবীর জন্মের আগে আরব জাতিতে মোহাম্মদ নাম রাখার কোনো প্রথা ছিল না। পাওয়া গেছে, নামের খুব কম ব্যবহার ছিল (1)। তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তাল্লাবকে মোহাম্মদ নাম দেওয়া হয়েছিল, যা আকাশের বইয়ে পাওয়া যায়। (সাফ আয়াত 6 আয়াত)। আর তার দ্বিতীয় নাম ছিল আহমেদ, যা পুরনো আকাশের বইয়ে পাওয়া যায়।

এটি নবীর নাম, যা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। নবী হাসান বিন থাবিতের দরবারী কবি নিম্নোক্ত কথোপকথনটি লিখেছেন, যা হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং নিম্নরূপ এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

"আকাশের ফেরেশতাদের বাহক এবং সমস্ত বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যারা আহমদের নিবেদিত ব্যক্তিত্বের উপর তাদের আশীর্বাদ পাঠাতেন।"

ইমাম বুখারী তার "কিতাব সাকির" গ্রন্থে একটি রেওয়ায়েত লিখেছেন যা হজরত আলী বিন যায়েদ বলেছেন যে, "নবীর চাচা হযরত আবু তালেব অবসর সময়ে নিম্নোক্ত দুয়াটি পাঠ করতেন।" এবং এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হলো।

"আল্লাহ তার পবিত্র নাম থেকে তার নাম করেছেন, যাতে তার মর্যাদা জানা যায়।" তাই আকাশ মাস্টার মাহমুদ এবং তিনি মোহাম্মদ। (ফাতহ বারী, ভলিউম 6, পৃষ্ঠা 404)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, নবীর চাচা হজরত আবু তালেব (রা.) তাঁর প্রশংসায় নিম্নোক্ত উক্তিটি পাঠ করতেন। এবং এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হলো।

"তাঁর একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছে। নবীর পবিত্র মুখের জন্য, বৃষ্টি পড়ার জন্য অনুরোধ থাকবে। তিনি এতিম শিশুদের পৃষ্ঠপোষক এবং বিধবাদের সাহায্যকারী ছিলেন।" (বুখারি)

-- ----------------

১) নবীর জন্মের আগে মোহাম্মদের নাম রাখার প্রচলন কম ছিল। আবু জাফর মোহাম্মদ বিন হাবীব বাগদাদি (যিনি 245 হিজিরিতে মারা যান) এবং

যিনি মোহাম্মদ নামে সাতজনকে যুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম মোহাম্মদ বিন সাফিয়ান বিন মুজাশা। সে তার বাবাকে লিখেছে, যিনি সিরিয়ান সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শুনেছেন, পরবর্তী নবীর নাম হবে মোহাম্মদ। এবং তাই তিনি তার পুত্রের নাম রেখেছেন, যে সেই সময়ে তার জন্ম হয়েছিল, মোহাম্মদ, যাতে নবীর জন্য তার জন্য আশীর্বাদ থাকে।

নবীজির ইন্তেকালের পর যখনই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাঃ নবী ইউসুফের সুন্দর চেহারা ও মহিমার কথা শুনতেন, তখনই তিনি হঠাৎ তাঁর দুয়াটি পাঠ করতেন। অর্থ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হলো।

"যে মহিলারা জুলাখাকে কটূক্তি করছে, তারা যদি নবীর খাঁটি কপাল দেখতে পেত, তাহলে হাতের বদলে তাদের হৃদয় কেটে ফেলত।"

নবীর নাম যেমন অলৌকিক, তেমনি তার কপালও অলৌকিক ধরনের। তার কপাল দেখে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম কবুল করেছে এবং তারা দেখেছে যে এমন পবিত্র ও পবিত্র চেহারা মিথ্যা হতে পারে না।

হজরত আবদুল্লাহ বিন সালামা যিনি একজন মহান জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই সাথে মদীনার ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, এবং তিনি যখন কপাল দেখেছেন এবং তার কপাল দেখার পর ঘোষণা করেছেন

যে এমন পবিত্র ও বিশুদ্ধ মুখ মিথ্যা হতে পারে না। পরে তিনি মুসলমান হন।

মোহাম্মদের বিশুদ্ধ নামের সহজ অর্থ হল "এমন ব্যক্তিত্ব যার প্রশংসা করা হয়েছিল।" বিখ্যাত আরবি অভিধান কামোস অনুসারে, এবং এতে এর অর্থ যোগ করা হয়েছে "এমন ব্যক্তিত্ব যার জন্য প্রশংসা শেষ হয়নি।" এছাড়াও, কামোস-এর লেখক উল্লেখ করেছেন যে মোহাম্মদ শব্দটি প্রশংসা শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থে অত্যধিক বিবৃতি এবং কটূক্তির গুণাবলী পাওয়া যায়। এটি এমনভাবে যে কোনও কাজ সম্পাদন করে যাতে কোনও অংশকে উপেক্ষা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, এটি নিম্নরূপ বলা হয়:

এটি টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছিল যাতে জিনিসটির কোনও অংশ অবশিষ্ট না থাকে।

একটি জিনিস এমনভাবে বিতরণ করা হয়েছিল যে জিনিসটির কোন অংশ অবশিষ্ট ছিল না।

একইভাবে, মোহাম্মদ শব্দের একটি অনুবাদ রয়েছে: "তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন যে সমস্ত অংশ প্রশংসার যোগ্য এবং কোন অংশই প্রশংসা ব্যতীত থাকে না।"

উপরের অভিধানে এটাও লেখা আছে যে, মোহাম্মদ শব্দের অর্থ অধিকার আদায় করা। আর এ থেকে

জানা যায় যে, মোহাম্মদ শব্দটি থেকে এর অর্থ হলো তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার জন্য তার অধিকার পূর্ণ হয়েছে।

সংক্ষেপে, নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী বা অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে, সেই সাথে নবীর নামও থাকবে, যা একটি অলৌকিক ঘটনাও বটে। এবং এই জীবন্ত অলৌকিক ঘটনা এখনও তার অর্থ বজায় রেখেছে। এবং এটি বিচারের দিন পর্যন্ত এর অর্থ বজায় রাখবে। সংসারে ভালো কিছুরই স্মরণ থাকে। তন্মধ্যে আল্লাহর নবীর স্মরণও রয়েছে এবং তাঁর প্রশংসা সকল স্মরণের ঊর্ধ্বে। নবী হাসান বিন সাবিতের দরবারের কবি এর অর্থ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

"আমার চোখে, আমি কোথাও এমন সুন্দর ব্যক্তির সাথে দেখা করিনি। এখন পর্যন্ত, কোনও মহিলা এমন ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়নি। তিনি কোনও ত্রুটি ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় যেন তিনি তার ইচ্ছা এবং ইচ্ছা অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। "

নিকট অতীতে, একজন অপরিচিত উর্দু কবি, লতাফ বাদায়ুনী, নবীর মোহনীয় এবং সুন্দর চেহারা বর্ণনা করেছিলেন, যা উর্দু কবিতায় প্রশংসার বিষয় হিসাবে পাওয়া যায় না।

নবীর মুখমণ্ডল আয়নার মতো, এমন নয়
আমাদের মনের বা আয়নার দোকানে আর কোনো আয়না নেই।

কিন্তু ফার্সি ভাষায়, এই বিষয়ের একটি বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ: এর অর্থ ও ব্যাখ্যা নীচে লেখা হল।

"তারা সমগ্র মহাবিশ্ব অনুসন্ধান করেছে এবং বিশ্বের সমস্ত সুন্দরী নারীদের দেখেছে, কিন্তু তারা নবীর কমনীয়তা এবং সূক্ষ্ম চেহারা খুঁজে পায়নি, যা ভিন্ন।"

জীবনী রচয়িতা এবং নবীর মুখের লেখক, তাঁর উচ্চ-মানের আচার-ব্যবহার ও গুণাবলী উল্লেখ করে, নিম্নলিখিত বাক্যটি যোগ করতেন।

"আমরা তাঁর আগে বা পরে এমন মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যক্তি দেখিনি।"

জীবন্ত অলৌকিকতা: নবীর বিশুদ্ধ নামের অর্থবহতার জীবন্ত সাক্ষ্য যা পাওয়া যায় এবং তাঁর মঙ্গলের স্মরণ যা পরবর্তী সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে পাওয়া যায় যারা দেখেছেন এবং শুনেছেন।

ইসলাম ধর্মে, প্রার্থনার আহ্বানে, প্রার্থনায়, প্রার্থনায়, খিলানে, মিম্বরে। খুতবায়, স্কুলে, মাজারে, মসজিদে, সভা-সমাবেশে, কঙ্কর, ময়দানে, সমুদ্রে, মহাকাশে, ভ্রমণে, প্রবাসে (ভ্রমণের বিপরীতে), বসা এবং দাঁড়ানো, জেগে ও ঘুমানো, চলাফেরা, নবী মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহর পবিত্র নামের স্মরণে দিন-রাত্রি, যমীন-আকাশ, সাম্রাজ্য ও পৃথিবীতে, জিন-জগতে অবিরাম সংযোগ অব্যাহত রয়েছে। ফেরেশতাদের জিহ্বা, এমনকি আল্লাহ প্রতি মিনিটে নবীর প্রতি তার বিশেষ রহমত বর্ষণ করছেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরূদ পাঠান; তোমরা যারা ঈমান এনেছ তার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও (আহযাব:৩৩ আয়াত)।

6. পবিত্র চেহারা (মুখ)

যারা নবীর গুণাবলী ও আচার-আচরণের প্রশংসা করেন এবং সৈয়দা খাদিজা আল-কুবরার প্রথম স্বামীর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হযরত

হিন্দ বিন হালার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। হাদিসের কিতাবে তাকে 'ওয়াসাফ রাসুল' (নবীর গুণাবলীর বর্ণনাকারী) উপাধি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত হাসান বিন আলী, যার বয়স ছিল সাত বছর এবং হজরত হুসাইন বিন আলী নবী মুহাম্মদ (সা.)- এর মৃত্যুর সময় তাঁর থেকে ছোট ছিলেন, বলেন যে "তিনি তাঁর চাচা হিন্দ বিন হালা শুনেছিলেন, এবং কে তাকে তার দাদার শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল।"

চাচা আমাকে বলেছিলেন যে "তার ব্যক্তিত্ব এবং গুণাবলীতে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।" অন্যদের দৃষ্টিতে তার একটি রাজকীয় অবস্থান রয়েছে। তার মুখমন্ডল বদরের কামিলের (14 তম রাতের পূর্ণিমার চাঁদ) মত আলোকিত হয়েছিল । এবং তার উচ্চতা একজন ব্যক্তির গড় উচ্চতার চেয়ে একটু বেশি ছিল। যাইহোক, সেখানে গড় উচ্চতার একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এবং তার মাথা শান্ত ছিল তার চেয়ে বড়, এবং তার চুল ছিল অবার্ন। এবং এটি পুরু ছিল. চুলের মধ্যে মাথার ত্বকের একটি রেখা দেখা গেছে; অন্যথায়, তিনি চুলে মাথার খুলির রেখার ব্যবস্থা করেননি। আর যখন তার চুল লম্বা হবে, তখন তা কানের লোবকে ছাড়িয়ে যাবে। গায়ের রং ছিল খুবই স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত। এবং লাল রঙের সাথে, অবার্ন। আর কপাল ছিল চওড়া। এবং

তার চোখের ভ্রু ছিল খিলানযুক্ত ভ্রু পাশাপাশি পাতলা এবং পুরু। উভয় চোখের ভ্রু আলাদা ছিল এবং একে অপরের সাথে সংযুক্ত ছিল না। এবং তার উভয় চোখের ভ্রুর মাঝখানে একটি শিরা ছিল, যা রাগান্বিত অবস্থায় প্রসারিত হবে। আর এ অবস্থা থেকেই সাহাবায়ে কেরামের রাগের অবস্থা জানতে পেরেছিলেন। এবং তার নাক ছিল বড়, এবং তার উপর চকচকে এবং আলো ছিল. নবীর নাকের দিকে তাকানো ব্যক্তি প্রথম নজরে অনুভব করবে যে এটি আকারে বড়, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে সে দেখতে পাবে এটি আকারে বড় নয় বরং সুন্দর ও চকচকে দেখা যাচ্ছে। আর তার দাড়ি ছিল পূর্ণ ও ঘন। আর চোখের পুতুলগুলো ছিল খুবই কালো ও চকচকে, এবং গালগুলো সমান অবস্থায় ছিল এবং ওজনে হালকা ছিল। এবং মুখ প্রশস্ত ছিল প্রশস্ততা, যার মানে এটি টাইট ছিল না. দাঁতগুলি চকচকে এবং পাতলা ছিল এবং তাদের মধ্যে সামান্য জায়গা ছিল। আর যখন নবী কথা বলবেন, তখন তাদের মধ্যে আলো থাকবে। আর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের পাতলা রেখা ছিল। আর গলা ছিল সুন্দর এবং এক ধরনের সুরাহীর মতো (এক ধরনের চওড়া মুখের কলস বা জগ)। এবং এটি একটি তীক্ষ্ণ ঘাড় মত ছিল. বর্ণে, টি এখানে রূপোর মতো পরিষ্কার এবং পরিষ্কার রঙ ছিল। তার শরীরের অংশগুলি একটি মাঝারি গঠন এবং মাংসে পূর্ণ ছিল, এবং শরীরটি মগ্ন ছিল এবং তার বুক এবং পেট একটি সমান

আকারে ছিল। কিন্তু বুক ছিল বড় এবং চওড়া, এবং উভয় কাঁধের মধ্যে, কিছুটা দূরত্ব ছিল। আর জয়েন্টের হাড় ছিল মজবুত ও বড় যা ছিল শক্তি ও শক্তির নিদর্শন। আর তাতে দেখা গেল আলো ও ঝকঝকে তার শরীর ছেড়ে যাওয়া পোশাকের অবস্থা। আর তার পেটে কোন লোম ছিল না। কিন্তু তার বুক ও নাভির মাঝখানে পাতলা চুলের রেখা ছিল। আর দুই হাত ও কাঁধে এবং বুকের ওপরের দিকে চুল পাওয়া গেছে। আর তার কব্জি ছিল বড়। হাতের তালু ও পা ছিল কোমল এবং মাংসে পূর্ণ। হাত ও পায়ের আঙুলগুলো বিশিষ্টভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি কিছুটা গভীর ছিল, এবং পা সমতল ছিল, এবং এই কারণে, তাদের উপর কোন থামা পানি থাকবে না এবং শীঘ্রই এটি তাদের থেকে পড়ে যাবে। এবং যখন সে হাঁটে, তখন সে জোর করে একটি পদক্ষেপ নেয়, নিজেকে বাঁকিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে ধীরে ধীরে মাটিতে পা রাখবে। তিনি ধাপটিকে আরও দৈর্ঘ্য দেবেন এবং তার পদক্ষেপকে একটি ছোট দৈর্ঘ্য দেবেন না। এবং সে হাঁটবে। দেখা যাবে তিনি উচ্চতা থেকে গভীরতায় নেমে যাচ্ছেন। সে যে কোন দিকে মনোযোগ দেবে এবং তারপর তার পুরো শরীরের দিকে মনোযোগ দেবে। যখন সে হাঁটবে তখন সে তার দৃষ্টি রাখবে এবং তার দৃষ্টি আকাশের চেয়ে পৃথিবীর দিকে বেশি থাকবে। এবং সেখানে, তার

ভদ্র অভ্যাস ছিল যে তিনি কারো দিকে তাকাতেন না।

যখন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা একত্রে হাঁটবেন, তখন তিনি তাঁর সামনে হাঁটার অনুমতি চাইবেন। তার অন্য লোকের সাথে চলাফেরা করার অভ্যাস রয়েছে এবং সে যখন কোন ব্যক্তির সাথে দেখা করবে, সে সময় সে প্রথমে তাকে সালাম দেবে।

হজরত জাবার বিন সামরা এক রাতে চাঁদের আলোয় নবীকে দেখার খবর দেন। সে সময় নবীকে লাল পোশাকে পাওয়া যায় এবং তিনি মাঝে মাঝে চাঁদ দেখছিলেন যখন তিনি কিছু সময়ের জন্য নবীর নূরের মুখ দেখতেন। এবং অবশেষে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নবী চাঁদের চেয়েও সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

হজরত আবু ইসহাক বলেন, এক ব্যক্তি ব্রা ইবনে আজাবকে জিজ্ঞেস করল, নবীর মুখমণ্ডল তরবারির মতো স্বচ্ছ ছিল কিনা? এবং তারপর তিনি তাকে উত্তর দিলেন যে "না, তবে এটি আকাশে 14 তম রাতে চাঁদের মতো জ্বলছিল।"

শায়খ সাদী নিম্নরূপ নবীর প্রশংসা করেছেন।

ওহ, সৌন্দর্যের মালিক, মানুষের মালিক

তোমার আলোকিত চেহারায় চাঁদ আলোকিত হয়েছে।

এটা যেমন সঠিক ছিল তার প্রশংসা করা যাবে না।

সব পরে, আপনি মহান. একটি ছোট গল্প

7. পবিত্র নাম

বর্ণিত আছে যে, নবীর পিতামহ হজরত আবদুল মুতালিব নবীকে মোহাম্মদ নামটি দিয়েছিলেন। তা ছাড়া নবী নবুওয়াতের জন্য তাঁর কিছু নাম প্রকাশ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

আব্দুল্লাহ (বুখারি ভলিউম 2 পৃষ্ঠা 235), নবী রাহমা (দয়াময় নবী), নবী আল-মুলহিমা (সম্মানিত), আল-ফাতাহ (বিজেতা)।

নবী বলেছেন যে "হযরত ইসমাইলের সন্তানদের মধ্য থেকে আল্লাহ কানানা গোত্রকে বেছে নিয়েছেন, তারপর কানানা গোত্র থেকে কুরেশ গোত্র বেছে নিয়েছেন, তারপর কোরেশ গোত্র থেকে বনু হাশিমকে বেছে নিয়েছেন, তারপর বনু হাশিম থেকে। আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন।"

8. নবীর "দুধ খাওয়ানো মহিলাদের" নাম

নবীজির জন্মের পর কিছু দিন হযরত সৈয়দা আমানা তাঁকে দুধ পান করান। এরপর নবীর চাচা আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী সৈয়দা থোবিয়া তাকে কয়েকদিন দুধ খাওয়ান। অতঃপর কিছু দিন পর বনু সাদ গোত্রের একজন ভদ্র মহিলা সৈয়দা হালিমা সাদিয়া তাকে বনু সাদ গোত্রে নিয়ে আসেন তৎকালীন পদ্ধতি অনুসারে ছেলেদেরকে স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য লালন-পালন করার জন্য। ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুসারে, ফেরেশতারা সেখানে গ্রামে তাদের দোলনা দোলাতেন।

সৈয়দা হালিমা সেখানে হজরত মোহাম্মদের নবুওয়াত ঘোষণার পর মদীনা সফরে আসেন এবং নবী তাকে অনেক সম্মান ও মনোযোগ দেন। এবং তিনি তার অভ্যর্থনার জন্য তার কভারলেট বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সম্মান ও সম্মানের সাথে আচরণ করেছেন। সৈয়দা হালিমা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারপর তিনি তার গোত্রে ফিরে আসেন।

9. শিশু লালনপালন এবং অভিভাবকত্ব

মক্কায় সৈয়দা হালিমার বাড়ি থেকে বনু সাদ গোত্র থেকে ফিরে আসার পর, নবী, তখন, নবীর দাদা, তাকে তার অভিভাবকত্বে নিয়েছিলেন। আর

তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর দাদা সৈয়দ আবদুল মুতাবলিব এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

অতঃপর নবীর চাচা সৈয়দ আবু তালিব তাঁকে তাঁর অভিভাবকত্বে নেন, যা নবুওয়াতের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নবীর বয়স যখন 25 বছর তখন তিনি মক্কার বিধবা মহিলা সৈয়দা খাদিজাকে বিয়ে করেন, যার বয়স তখন 40 বছর।

10. ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এবং বার্তাবাহকের কাজ

নবীজির বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন ছিল রব্বিল আউয়াল মাস এবং দিনটি ছিল সোমবার। মক্কার গুহায়, যেটি গুহা হেরা নামে বিখ্যাত এবং সুপরিচিত ছিল, যা কাবার পূর্ব দিকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূরত্বে ছিল, যেখানে নবীজি আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং সেই স্থানেই তিনি ছিলেন। আল্লাহ কর্তৃক নবুয়ত প্রাপ্তির কাজ। এবং ফেরেশতা জিব্রাইল তাকে পবিত্র কুরআনের আল-আলাক অধ্যায় থেকে পাঁচটি শুরুর আয়াত পাঠ করলেন। আর এর পরেও নবীও নবুওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকতেন গোপনে। অতঃপর নবুওয়াতের ৪ র্থ বছরে মক্কায় সর্বসাধারণের মধ্যে নবুওয়াতের কাজ শুরু করেন।

42

নবীজির বয়স যখন 48 বা 49 বছর হয়ে গেল, সেই সময় তাঁর চাচা সৈয়দ আবু তালিব এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন এবং এই ঘটনার 3 বা 5 দিন পর সৈয়দা খাদিজাও এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

ইসলামের ইতিহাসে এ বছরটি শোকের বছর হিসেবে সুপরিচিত।

11. নবীর অলৌকিক ঘটনা

আল্লাহ নবীকে অগণিত অলৌকিক দান করেছেন। এ নিয়ে বিদ্বান ব্যক্তিরা বহু স্থায়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নলিখিত তিনটি বই বিখ্যাত এবং সুপরিচিত।

1. দালিল নাবভী লিল-বায়াকী,
2. কুবরা আল-সুওয়াতিভির খাসিস
3.কিতাব আবু নাইম।
নবীর অলৌকিক ঘটনার মোট সংখ্যা 1000
হিসাবে লিখেছেন ইমাম আল-বায়খী এবং ইমাম নাভি, 1200 হিসাবে লিখেছেন, এবং অন্যান্য মুহাদিস (হাদিসের ব্যাখ্যাকারী) দ্বারা 3000 এরও বেশি লেখা হয়েছে (ফাতহ বারী, 6 খন্ড, পৃষ্ঠা 425 থেকে) .

পবিত্র কুরআন এবং এর উদাহরণ বা অনুরূপ, যা মহাবিশ্বের দ্বারা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি এবং তাই সকলেই একটি অসহায় ও শক্তিহীন অবস্থায় রয়েছে, মহান অলৌকিকতার অন্তর্ভুক্ত।

নবীর অলৌকিক কাজের বড় উদাহরণ নিম্নরূপ লেখা হয়েছে।

1. চাঁদের বিভাজন।
2. হাতের আঙ্গুল থেকে জল আসছে
3. অল্প পরিমানে খাবার অনেক সংখ্যক
মানুষকে খাওয়ানো
4. পাথরের ছোট ছোট টুকরা (নুড়ি) দ্বারা
আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা।
5. সঙ্গে সঙ্গে খেজুর গাছের কাণ্ডের
কান্না।
6. পাথর দিয়ে সালাম দেয়া।
7. নবীকে উটের সিজদা করা এবং তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা।

8. নেকড়ে সাক্ষ্য দেয়,

9. বিষ মাংস সাক্ষী সম্পর্কে

10. মদীনার ওহুদের যুদ্ধে, কাতাদা বিন আল-নোমানের চোখ থেকে বিতাড়িত চোখের গোলা থেকে নিরাপদে ও নিরাপদে ফিরে আসা।

(আরো বিশদ বিবরণের জন্য, হিদায়াত কে চিরাঘ খণ্ড 2 বইটি দেখুন।)

নবীর চাচা ও খালা

নবীজির মোট ১৩ জন চাচা ও ৬ জন ফুফু ছিলেন।

নবীর চাচারা ছিলেন হামজা, আব্বাস, আল-হারিস, আবু তালিব বিন আবদে মানাফ, আবু লাহাব, আবদুল আজ্জা, আল-জুবায়ের, আবদুল কাবা, জারার, গুসাম, আল-মাকুম এবং আল-কিরা এবং তাঁর উপাধি ছিল। হজল।

নবীর খালারা হলেন সাফিয়া, আইতিকা, বারা, আরওয়া, উমামা এবং উমাল হাকিম আল-বাইজা।

তারা সবাই সৈয়দ আবদুল মুতালিবের বংশধর। আর তাদের সবার মধ্যে সৈয়দ আল হারিস ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ছোট পুত্র সৈয়দ আব্বাস। আর তাদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ হামজা, সৈয়দ আব্বাস, সৈয়দা সাফিয়া, সৈয়দা আতিকা, সৈয়দা আরওয়া, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

12. নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ

নবীর মোট পবিত্র স্ত্রীর সংখ্যা ছিল 12, এবং দাসীর সংখ্যা ছিল 4। নবীর বয়স যখন 25 বছর, তখন তিনি মক্কার কুরেশি গোত্রের সম্মানিত ধনী মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং

তার নাম ছিল সৈয়দা। খাদিজা কুবরা, যিনি তখন একজন বিধবা ছিলেন এবং তার বয়স ছিল ৪০ বছর। আর যৌতুক নির্ধারণ করা হয়েছিল 20 টি উটের।

নবীর পবিত্র স্ত্রীদের 12 টি নাম নিম্নরূপ:

1.উমুল হিন্দ সৈয়দা খাদিজা বিনতে খুলিদ 2.সৈয়দা সওদা বিনতে জামা 3.সায়েদা আয়েশা সিদ্দিকা বিনতে সৈয়দ আবু বাকের। 4. সৈয়দা হাফসা বিনতে সৈয়দ উমর বিন কাত্তাব। জেনাব বিনতে হুজামা, সৈয়দা ৬. সৈয়দা উম সালমা বিনতে উমিয়া। সৈয়দা জেনাব বিনতে হাজাশ সাত নম্বর। সৈয়দা রাহানা বিনতে ইয়াজিদ, 9. (কিছু ঐতিহাসিক তার নাম ক্রীতদাসীদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। 10. সৈয়দা উম হাবীবা রমলা বিনতে আবি সাফিয়ান। 11. সৈয়দা সাফিয়া বিনতে হাইয়ু বিন আকতাব। 12. সৈয়দা মামোনা বিনতে হারিস বিন হাজান।

1.খাদিজা সৈয়দা কুবরা

তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর প্রথম স্ত্রী এবং নবুয়ত প্রাপ্তির ১৫ বছর আগে, যখন নবীর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং সৈয়দা খাদিজার বয়স ৪০ বছর, তখন তাঁর সাথে নবীর বিয়ে হয়েছিল। মক্কায় স্থান।

সৈয়দার দেহ থেকে তার চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয় এবং তাদের নাম নিম্নরূপ:

জেনাব 2, উম-কুলসুম 2. রুকিয়া 4. ফাতিমা এবং দুটি ছেলেও জন্মগ্রহণ করেছিল; তাদের নাম কাসিম ও আবদুল্লাহ। আর ফাতেমা ব্যতীত এই সমস্ত শিশুরা তার জীবদ্দশায় একের পর এক মারা যায়। কেউ শৈশবে মারা যান এবং কেউ কৈশোরে মারা যান।

সাইয়েদা খাদিজা কুবরা হিজরির দশম বর্ষে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ৩ বছর আগে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবী দ্বারা কবরে দাফন করা হয়েছিল। এবং তিনি তার 4 ছেলে এবং 2 মেয়ের পরে চলে যান। তিনি 25 বছর ধরে নবীর নিকাহ (বিবাহে) বসবাস করেছিলেন এবং তিনি যখন নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন তার বয়স ছিল 65 বছর। সৈয়দা খাদিজা কুবরার জীবদ্দশায় নবী অন্য কোন নারীকে বিয়ে করেননি।

তার মৃত্যুর পর, নবীর বিয়ে হয় সৈয়দা সাওদা বিনতে জামার সাথে। সৈয়দা খাদিজা কুবরাকে মক্কার জান্নাতুল মওল্লায় হাজ্জুনে দাফন করা হয়।

2. সৈয়দা সাওদা বিনতে জামা

তিন বছর আগে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার আগে নবী মক্কায় সৈয়দা সাওদা বিনতে জামাকে

বিয়ে করেছিলেন। সৈয়দার উচ্চতা ছিল বেশি এবং ওজনে তিনি বেশি ভারী ছিলেন। তার মেজাজে, কমনীয়তা এবং আনন্দদায়কতা পাওয়া গেছে। মাঝে মাঝে তিনি আল্লাহর নবীকে হাসাতেন। এক রাতে তিনি নবীর সাথে রাতে তাহাজ্জুদ (অর্ধ-রাত্রির পরে বলা নামাজ) ভাগ করে নিচ্ছিলেন, এবং তিনি সালাত শেষ করার পরে বললেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনি এত দীর্ঘ সেজদা করেছেন যে রক্তপাত হয়েছিল। তার নাকে।" একথা শুনে নবী করুণভাবে হাসতে লাগলেন। তিনি সৈয়দ উমর বিন কাত্তাবের শাসনামলে ২৩ হিজিরার জিলহজ্জ মাসে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান এবং তাকে মদীনার জান্নাত আল-বাকী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

3. আয়েশা বিনতে আবু বাকের সৈয়দা

ভবিষ্যদ্বাণীর দশম বছরে, সৈয়দা সাওদাকে বিয়ে করার পর, নবী শাওয়াল মাসে সৈয়দা আয়েশা সিদ্দিক বিনতে আবু বাকেরকে বিয়ে করেন। তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর এবং তাকে রুকসাতি (রুখসাতি) বলা হয়। রুখসতী- "বিদায়" (কখনও কখনও ডলি-"পালকি" বলা হয়) সংঘটিত হয় যখন বর এবং কনে পরিবারের বড়দের সাথে শাদী স্থান ত্যাগ করে। (এই বিন্দুর আগে, নিকাহের ইমাম দ্বারা বর ও কনের ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিয়ে হয়ে যাবে।) এটি সৈয়দা 9 বছর বয়সে, 01 সালে মদীনায় হিজরত

করার 8 মাস পরে করা হয়েছিল। হিজিরি। নবীর সকল স্ত্রীর মধ্যে আয়েশা সিদিকা ছিলেন একমাত্র মহিলা যিনি অবিবাহিত এবং কুমারী ছিলেন এবং নবীর অন্যান্য স্ত্রীরা ছিলেন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত মহিলা।

এমন একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা এখানে অনুলিপি করা হয়েছে যে একটি গর্ভাবস্থা ছিল যা নবী তাকে ধরে রেখেছিলেন এবং যা ছিল গর্ভাবস্থার হামালের সাকিত (ইংরেজিতে সাকত হামালের সঠিক অর্থ গর্ভপাতকারী এবং উর্দুতে আমরা এটি লিখি)। অন্যান্য অর্থ হল সাক্ত হামাল (শব্দটি গর্ভপাতকারী) কিন্তু মুহাদ্দিত (বর্ণনাকারী) শব্দটি এমন একজন বিশেষজ্ঞকে বোঝায় যিনি গভীরভাবে হাদিস জানেন এবং বর্ণনা করেন, যারা এই রেওয়ায়েত এবং বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ এটি নয়। এই বিষয়ে সত্য। (ইবনে সুন্নী)

সৈয়দা 9 বছর ধরে নবীর বিবাহে বেঁচে ছিলেন এবং আল্লাহর নবী যখন এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর বয়স ছিল 18 বছর। আর সৈয়দা ৫৭ হিজরিতে ৬৬ বছর বয়সে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। তার জানাজা সৈয়দ আবু হুরারা আদায় করেন এবং তাকে মদীনার জানাতাল বাকি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

4.হাফসা বিনতে উমর বিন কাত্তাব

03 সালে, হিজিরি সৈয়দা হাফসা বিনতে উমর নবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার স্বামী মারা গেলে, ফেরেশতা জিব্রাইল নবীর কাছে হাজির হন এবং সৈয়দা হাফসা বিনতে উমরকে তালাকপ্রাপ্তকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেন কারণ তিনি ছিলেন একজন মহিলা। স্বামা এবং কাওয়ামার গুণাবলী) যিনি রাতের বেলায় খুব বেশি উপবাস ও উপাসনা করতেন এবং এই মহিলাও জান্নাতে স্ত্রী হবেন। নবী তার তালাকদাতা ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং তাকে তাকে দিয়েছেন। (ইবনে সাদ তাবকাত কুবরা, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা আল-তাবরানী)।

সৈয়দা ৪৫ হিজরিতে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। সৈয়দ আমীর মাবিয়া ও মারওয়ান বিন হুকামের শাসনামলে তারা মদীনায় সৈয়দার জানাজা আদায় করেন এবং সে সময় তার বয়স ছিল ৬০ বছর যখন তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান এবং তাকে জান্নাতের কবরস্থানে দাফন করা হয়। মদীনায় আল বাকী।

5. সৈয়দা জেনাব বিনতে হুজামা

তিনি ছিলেন উদারতা ও দানশীল নারী এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগে তার উপাধি ছিল

উম্মে মাসাকিন এবং তিনি অনেক বেশি দান-খয়রাত করতেন। তার প্রথম স্বামী আবদুল্লাহ বিন হাজাশের মৃত্যুর পর, সৈয়দা 03 হিজিরি সালে নবীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার মাহের (মাহের) (পর্যায়ক্রমে মহর, মহর, মেহর বা মেহরিহ হিসাবে প্রতিবর্ণীকৃত) একটি চুক্তি যা কিছু মুসলমানের মধ্যে প্রবেশ করে। বিবাহ ইসলামিক আইনে, এটি একটি উপহার বা অবদান যা তার হতে হবে তার স্ত্রীকে তার একচেটিয়া সম্পত্তির জন্য, কনেকে সম্মানের চিহ্ন হিসাবে এবং তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি হিসাবে। তারপর তিনি নবীর সাথে তার বিয়ের দুই বা তিন মাস পরে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান এবং আল্লাহর নবী জানাজা আদায় করেন এবং তাকে মদীনার জান্নাত আল-বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে সৈয়দার বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।

6.উম সৈয়দা সালমা বিনতে উমিয়া

তার স্বামী আবু সালমা তাদের বিয়ের তিন বা চার মাসের মধ্যে মারা যাওয়ার পর সৈয়দা ০৪ হিজিরি সালে নবীকে বিয়ে করেন। সৈয়দা উম সালমা 58 হিজিরিতে মারা যান যখন তিনি 84 বছর বয়সে ছিলেন এবং তার জানাজা সৈয়দ আবু হুরারা পালন করেন। আর নবীর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শেষ স্ত্রী যিনি মারা গেছেন।

এবং নবীর স্ত্রীদের মধ্যে, তিনি সুন্দরী এবং মনোরম মহিলাদের মধ্যে গণনা করেছিলেন।

সৈয়দা উম সালামা বর্ণনা করেছেন যে তার প্রাক্তন স্বামী তাকে বলেছিলেন যে "ওহ উম্মে সালমা আমি নবীর কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছি, যা আমার জন্য দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার জন্য ভাল।" "ইন্না আলাইহি রাজিউন" বলুন এবং "আল্লাহুমা ইন্দাকা আহতাসাব মুসতাবাতি হাযিহি আল্লাহুমা আখলাফনি ফেহা বাখাইর মিনাহা" পাঠ করুন। অতঃপর আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে উত্তম প্রতিদান দেবেন যা তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। (মুসলিম, তরমাযী ও আবু দাউদ)।

সৈয়দা উম সালামা বলেছেন যে আবু সালমার মৃত্যুর পর তিনি এই কথাটি মনে রেখেছিলেন এবং এই দোয়াটি পাঠ করার জন্য তার মনে একটি চিন্তা এসেছিল। আমার মনে একটা চিন্তা এলো যে, আবু সালামার চেয়ে ভালো কে হবে? যাই হোক, আমি এই দোয়াটি পাঠ করেছি। এবং ইদ্দতের দিন অতিবাহিত হওয়ার পর (যে মহিলার স্বামী মারা গেছে, তার স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত হল চার চান্দ্র মাস এবং দশ দিন (অর্থাৎ প্রায় 128 দিন), বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছে বা না হয়েছে) . (যদি একজন মহিলা গর্ভবতী হয় যখন সে বিধবা হয় বা তালাকপ্রাপ্ত হয়, তবে ইদ্দাহটি তার সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্থায়ী

হয়।) নবী নিজেই আমাকে বিয়ে করার জন্য তার বার্তা পাঠিয়েছেন এবং সমগ্র বিশ্বে, এর চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যক্তি নেই। আল্লাহর নবী।

7. সৈয়দা জেনাব বিনতে হাজেশ

এই মহিলা, যিনি ফুফু উমাইমা বিনতে আব্দুল মুতালাইব এবং নবীর কন্যা ছিলেন, তার সাথে 04 হিজিরিতে বিয়ে হয়েছিল। এবং তার পারিবারিক নাম ছিল বারা, এবং নবী বিয়ের সময় তার নাম পরিবর্তন করে জেনাব রাখেন। এবং এটি সেই ধরণের মহিলা যার বিবাহ আকাশে হয়েছিল (অধ্যায় আল-আহজাব, আয়াত 37)।

আরও তথ্যের জন্য, আমাদের "হিদায়াত কে চিরাঘ" বইয়ের 669 পৃষ্ঠা দেখুন।

বিয়ের সময় সৈয়দা জেনাবের বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনি ২০ সালে মারা যান। তাকে মদিনার জানাতাল আল-বাখী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

8. সৈয়দা জাওয়ারিয়া বিন হারিস

নবীর বিয়ে হয়েছিল 05 হিজিরিতে, যখন তার বয়স ছিল 20 বছর। তিনি তার সৌন্দর্য এবং প্রেমের জন্য বিখ্যাত এবং সুপরিচিত ছিলেন।

৫০ হিজরির রব্বিল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে মদীনায় সৈয়দ মারওয়ান বিন হুকামের

শাসনামলে তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাকে জানাতাল বাকী মদিনার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

9. সৈয়দা রায়হানা বিনতে যায়েদ

মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে দুজন ছিলেন ইহুদি পটভূমির- যাদের একজন ছিলেন রায়হানা বিনতে যায়েদ (রা.)। নবী (সাঃ) এর সাথে তার বিবাহের মাধ্যমে, তিনিও "উম্মুল মুমিনীন" - বিশ্বাসীদের জননী উপাধিতে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

বনু নাদির ইহুদি গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন এবং তার পূর্বে আল-হাকিমের সাথে বিয়ে হয়েছিল, যিনি বনু কুরাইজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । 627 সালে, মহানবী (সা.) পঁচিশ দিন ধরে চলা অবরোধের পর বনু কুরাইজার বাহিনীকে পরাজিত করেন। বনু কুরাইজা গোত্রের সমস্ত পুরুষকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং নারী ও শিশুদেরকে মুসলমানরা দাস বানিয়েছিল।

রায়হানা বিনতে যায়েদ (রাঃ) ক্রীতদাসদের মধ্যে ছিলেন এবং সেই সময় বিধবা হয়েছিলেন। ইসলামী সূত্রে জানা যায়, তিনি ছিলেন একজন সুন্দরী যুবতী। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে হেফাজতে নেওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাকে তা করার সুযোগ দেন। তাছাড়া, তিনি তাকে আরও বলেছিলেন যে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তিনি তাকে বিয়ে করবেন। কিছু সূত্র অনুসারে, প্রাথমিকভাবে, তিনি তার মৃত স্বামীর প্রতি ভালবাসা এবং তার বিশ্বাসের কারণে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে জানা গেছে। যাইহোক, অবশেষে, তিনি তার মত পরিবর্তন করেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এ সংবাদ শুনে মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন।

তাদের বিবাহের সময় মহানবী (সাঃ) তাকে যৌতুক দিয়েছিলেন, যেমনটি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীরা পেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রী হওয়ার গৌরবও অর্জন করেছিলেন।

তার জীবনের বিবরণ অস্পষ্ট এবং মোটামুটি দুষ্প্রাপ্য। তার মৃত্যুর বছরটিও বেশ অনিশ্চিত- কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে নবী (সাঃ) তার বিদায়ী তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে আসার সময় তিনি মারা গিয়েছিলেন। অন্যরা

বিশ্বাস করেন যে তিনি নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পরে বেঁচে ছিলেন এবং 10 বছর পরে মারা যান।

যাইহোক, একটি সর্বসম্মত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে তাকে মদিনার কবরস্থান জান্নাত আল বাকিতে দাফন করা হয়েছিল , যেখানে মহানবী (সা .)-এর একাধিক স্ত্রীকেও কবর দেওয়া হয়েছিল।

10. উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সাফিয়ান

সৈয়দার আনুষ্ঠানিক নাম উম হাবিবা বিনতে আবি সাফিয়ান এবং সৈয়দার বিয়ে হয়েছিল হাবেশা দেশে (ইথিওপিয়াকে ঐতিহাসিকভাবে আবিসিনিয়াও বলা হত, ইথিওসেমিটিক নাম "বিটি ," আধুনিক হাবেশা এর আরবি রূপ থেকে উদ্ভূত)। রাজা নাজাশি নিকাহ (বিবাহ) বিষয়ে খুতবা পাঠ করেন এবং তিনি ব্যয়বহুল মাহের (মাহের) দেন (পর্যায়ক্রমে মহর , মহর, মেহর বা মেহরিহ হিসাবে প্রতিলিপি করা হয়) একটি চুক্তি যা কিছু মুসলমান বিবাহের সময় করে। ইসলামিক আইনে , এটি একটি উপহার বা অবদান যা তার হতে হবে তার স্ত্রীকে তার একচেটিয়া সম্পত্তির জন্য , কনেকে সম্মানের চিহ্ন হিসাবে এবং তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি হিসাবে। তিনি তার নিজের পকেট থেকে মহরকে ৪০০

দিনার প্রদান করেন। সে সময় সৈয়দের বয়স ছিল ৩৭ বছর।

সৈয়দা মদীনায় ৭৪ বছর বয়সে ৪৪ হিজরিতে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। আর সৈয়দা মদীনার জান্নাতুল বাখীর কবরস্থানে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

11. সৈয়দা সাফিয়া বিনতে হাই।

সৈয়দা ছিলেন গোত্রের প্রধান বনু নাসিরের কন্যা, এবং তার বংশগত সম্পর্ক ছিল নবী হারুনের সাথে। খয়বার 06 সালে গাজওয়া (কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাতে পবিত্র নবী নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন) হিজিরিতে এবং তিনি বন্দী হন এবং মদীনায় আনা হয়, যেখানে নবী তাকে মুক্ত করেন এবং সৈয়দাকে বিয়ে করেন।

একবার, একজন নবী তাকে কাঁদতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর সৈয়দা সৈয়দা আয়েশা ও সৈয়দা হাফসাকে, যারা তাকে উত্যক্ত করতেন, তাকে বললেন, তুমি বন্দী হয়ে মদীনায় এসেছ এবং নবী তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাকে মুক্ত করেছেন। আপনি যদি একজন ইহুদি পরিবারের সদস্য হন তবে আপনি কীভাবে আমাদের সমান হতে পারেন? নবী তাকে বলেছিলেন যে "ওহে সাফিয়া, তুমি কেন উত্তর দাও না" কেন

তুমি তার চেয়ে উত্তম কারণ তোমার পিতা হযরত হারুন এবং তোমার চাচা হযরত মুসা এবং তোমার স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। " যাই হোক না কেন, তিনি তাকে রাজি করিয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি খুশি হন।

নবীর অসুস্থতার সময় সকল নবীর স্ত্রীরা সেখানে সমবেত হন। নবীজির কষ্ট ও অস্বস্তি দেখে সৈয়দ সাফিয়া বললেন, হে আল্লাহর নবী, তুমি তোমার সব কষ্ট আমাকে দিয়ে দাও এটাই আমার ইচ্ছা। এবং আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। "এর পর নবীর অন্যান্য স্ত্রীগণ এ বিষয়ে একে অপরকে ইশারা দিতে লাগলেন। নবী একটি দৃশ্য দেখেন এবং তিনি আমাদের বলেন যে, "আল্লাহর কসম, তিনি সত্য।" ৫০ হিজরিতে সৈয়দা এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। এবং তাকে জান্নাত আল-বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

12 তম। মায়মুনা বিনতে হারিস

জিকাদ মাসে, নবী মোহাম্মদ গাজওয়ার সময় সৈয়দা মায়মুনা বিনতে হারিসের সাথে বিয়ে করেছিলেন (কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাতে পবিত্র নবী নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন)। হুদাইবা, নবী, মক্কায় যাচ্ছিলেন, এবং নিকাহ (বিবাহ) অনুষ্ঠানটি সারাফে অনুষ্ঠিত

হয়েছিল। হুদিবিয়া থেকে ফিরে আসার পর সরফে বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি হিজিরির 51 তারিখে এই স্থানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সফর থেকে ফিরে সরফ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে এই স্থানে সমাহিত করা হয়। সরফ একটি গ্রাম যা মক্কার কাছে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক ইবনে সাদ লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন নবীর শেষ স্ত্রী এবং তার সাথে বিয়ের পর তিনি আর কোন নারীর সাথে বিয়ে করেননি। তার আসল নাম ছিল বড়, কিন্তু বিয়ের পর নবী তার নাম পরিবর্তন করে মায়মুনা রাখেন।

মক্কার জান্নাত মাওল্লার হাজ্জুনে দাফন করা সৈয়দা খাদিজা খুবরা এবং মক্কার নিকটবর্তী সরফ গ্রামে দাফন করা সৈয়দা মায়মুনা ব্যতীত, নবীর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদেরকে মদীনার জান্নাত বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, আরও কিছু সতী নারী (1) কে

-- ---

(1)। কিছু ঐতিহাসিক তাদের নাম সংগ্রহ ও সংযোজন করেছেন, যা নিম্নরূপ: 1. খুলা বিনতে হাকাম তাদের নাম সংগ্রহ ও সংযোজন করেছেন, যা

নিম্নরূপ: 1. খুলা বিনতে হাকাম, 2. শারিক, 3. উম মায়মুনা এবং লায়লা বিনতে হাকিম। চার নম্বরে আছে। এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে নবীর সাথে এমন কোন মহিলা ছিল না। নবীর কাছে বিয়ের অপশন থাকলেও তিনি এ ব্যাপারে তার সাথে এই বিকল্প ব্যবহার করেননি।

কুরআনের আজাব অধ্যায়ের ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মহার পরিমাণ ব্যতীত নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিল, তাই ঐ মহিলাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের সাথে বিবাহের কোন সুযোগ আসেনি। এই ধরনের মহিলার সংখ্যা আনুমানিক 30 ছিল, তবে এই বিষয়ে ঈশ্বর জানেন।

নবীর পবিত্র স্ত্রীদের বিবরণের উপরে উল্লিখিত লেখার বিন্যাসটি 'কওল মাশুর' বই অনুসারে ছিল এবং এটি আবু মোহাম্মদ আবদুল আজিম আল-মানজারী এবং তার শিষ্য আল্লামা আশরাফ আলদিয়ামি লিখেছেন, যা অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিশ্চিত করেছেন। (আল-মুক্তাসরা নদী ফে সিরাত নবী ইমাম ইবনে জামা)

13. ক্রীতদাস নারী

এই বইয়ে দাস নারীদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেই সব নারী হিসেবে যারা কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা বা যুদ্ধের কারণে বন্দী হবে। অতঃপর তারা যুদ্ধে যুদ্ধের বুটির মালামালের মত বন্টন করা হবে এবং লোকেরা দাসীর মালিক হয়ে যাবে। ইসলামের আগে, সব ধর্মেই ক্রীতদাসী বেচা-কেনার প্রথা ছিল; যাইহোক, ইসলাম ধর্ম এই ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে না, এবং ধীরে ধীরে ইসলাম ইস্তুলা, বা দাসপ্রথার রোগাক্রান্ত একটি ট্র্যাক্ট বিলুপ্ত করে। বর্তমান সময়ে, ইসলামের জিহাদে (ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম বা লড়াই) সেখানে অমুসলিম নারী-পুরুষ যারা বন্দী হবেন এবং তাদের জন্য ইসলামের শিক্ষায় সদাচরণ ও স্বাধীনতার উৎসাহ প্রদানের অনুশীলন রয়েছে। এবং তাদের অনেকভাবে বাধ্য করা হয়েছিল যাতে তারা স্বাধীন হতে পারে।

'জাদ আল-মাইয়াদ' গ্রন্থে আবু উবাইদা লিখেছেন যে নবীর চারটি ক্রীতদাসী নিম্নরূপ।

1. সৈয়দা মারিয়া বিনতে শামুন কিবতিয়া এবং তার পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেন। এই পবিত্র মহিলাকে মিশরের রাজা মিকাউকিসের কিছু উপহার সহ নবীর উপস্থিতিতে দেওয়া হয়েছিল এবং তার নাম ছিল যারিন বিন মিনা।

2. সৈয়দা রেহানা এবং কিছু ইতিহাসবিদ তাকে শুদ্ধাচারী স্ত্রী হিসাবে লিখেছেন।

বন্দিদের সঙ্গে আসা এক তরুণী মো

4. একজন যুবতী মহিলা যিনি বন্দীদের সাথে এসেছিলেন এবং যাকে সৈয়দা জেনাব বিনতে হাজেশ নবীকে দেওয়া হয়েছিল।

('জাদ আল-মাইয়াদ' বই থেকে, পৃষ্ঠা 114)

14. নবীর পবিত্র পুত্রগণ

নবীর তিন ছেলে ও চার মেয়ে।

সৈয়দনা কাসিম, যিনি তার বাল্যকালে মারা যান। সৈয়দনা আবদাল্লা, যার দুটি উপাধি সুপরিচিত এবং বিখ্যাত, তায়েব এবং তাহের, তার দুধ খাওয়ানোর সময় মক্কায় মারা যান। সাইয়েদনা ইব্রাহিম, যিনি ৮

ম হিজরীতে
মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর বয়স উল্লেখ করা হয় ২ বা দেড় বছর।

কন্যাদের মধ্যে সৈয়দা জেনাব, সৈয়দা রুকায়া, সৈয়দা উম-কুলসুম ও সৈয়দা ফাতিমা এবং এই চার কন্যা ও দুই পুত্র, সৈয়দনা কাসিম ও সৈয়দনা আবদাল্লা, সৈয়দনা খাদজিয়া কুবরার দেহ দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন এবং সৈয়দ ইব্রাহিম দেহ দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দা মারিয়া কিবতিয়ার, যিনি ছিলেন একজন দাসী। আর ফাতেমা ব্যতীত এই সমস্ত শিশুরা তার জীবদ্দশায় একের পর এক মারা যায়। কেউ শৈশবে মারা যান এবং কেউ কৈশোরে মারা যান। নবীজির

মৃত্যুর ছয় মাস পর সৈয়দা ফাতেমা ইন্তেকাল করেন।

রাসুল (সা.) অসুস্থতার সময় তার কন্যা সৈয়দা ফাতিমাকে কানে কানে বলেছিলেন যে তিনি এই অসুস্থতার সময়ই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আর এতে সৈয়দা ফাতেমা কেঁদে ফেললেন। অতঃপর, অন্য এক মুহুর্তে, নবী তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, "তুমিই হবেন প্রথম মহিলা যে আমার পরে মারা যাবে এবং সেখানে আমার সাথে দেখা করবে।" এ কথা শুনে সৈয়দা ফাতেমা হাসলেন।

15. দাস ও চাকরদের নাম

নবীর বান্দাদের মধ্যে, সৈয়দ আনাস তাদের মধ্যে তালিকার শীর্ষে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তাদের উপাধি সাহাব সাওয়াক এবং নালাইন নামে সুপরিচিত এবং বিখ্যাত ছিল। (অযু ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তত্ত্বাবধায়ক। পাশাপাশি পাদুকার তত্ত্বাবধায়ক) এবং সৈয়দ বিলাল বিন রাবাহ, যিনি মদীনায় নবীর মহান মসজিদে (আযানের) প্রার্থনার আযানের চিৎকারকারী এবং পবিত্র স্ত্রীদের ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। নবী

সৈয়দ আকবা বিন আমের আল-জেহনি, যিনি ভ্রমণ ও সফরের পরিবহণের পাইলট ছিলেন, সৈয়দ আসলাহ

বিন শারিক, যিনি নবীর পরিবহনের ব্যবস্থাও করেছিলেন, সৈয়দ সাদ

মাওলা আবু বাক সিদ্দিক, সৈয়দ আবু জার গাফফারী। সাইয়েদ আয়মেন বিন ওবায়েদ এবং তার মা, সৈয়দা উম আইমেন এবং এই বরকতময় মহিলারা যারা নবীর ঘরের ঘরে পানি সরবরাহ এবং পরিষ্কারের কাজ করতেন।

-- ---

সৈয়দা উম আইমেন সম্পর্কে নবী বলেছেন, যিনি একজন মহিলা ছিলেন, তিনি শৈশবে নবীর যত্ন নেন, এবং নবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে "যারা জান্নাতী মহিলাকে বিয়ে করতে চায়, তারা যেন সৈয়দা উমকে বিয়ে করে। আয়মেন।"

তাঁর খেদমতের বিনিময়ে সৈয়দা খাদজি তাঁর এক বিশেষ ক্রীতদাসকে সৈয়দ যায়েদ বিন হারিসা বিন শারজিল নামে নবীকে দিয়েছিলেন। নবী তাকে মুক্ত করেন এবং তাকে তার দাসী সৈয়দা উম আইমেনের সাথে বিয়ে দেন, যার থেকে সৈয়দ উসমা জন্মগ্রহণ করেন। এবং যিনি "মাহবুব আল-নবী" নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়জন হলেন সৈয়দ আবু রাফা, তৃতীয় হলেন সৈয়দ সুবান, চতুর্থ হলেন আবু কাবশা সেলিম, পঞ্চম হলেন শাকরান, যার নাম ছিল সালাহ এবং ষষ্ঠ হলেন রাবাহ নোবি, যাকে হাদিস বই

অনুসারে উরনাইন গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল। 8 তম হল মিদাম এবং 9 তম হল কারকারা নবি, যিনি ভ্রমণ ও অবস্থানের সময় নবীর মালপত্র বহন করতেন এবং যাঁর যাতায়াতের দায়িত্ব ছিল। 06 হিজরিতে খায়বার যুদ্ধে নবী সা. আর সহীহ বুখারীর ৩৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে

-- ---

সৈয়দ যায়েদ বিন হারিসা, নবীর দত্তক পুত্র, তাকে তার দাসী সৈয়দা উম আইমেনের সাথে বিবাহ করেছিলেন এবং তার দেহ থেকে সৈয়দ উসামা বিন যায়েদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি 'মাহবুব আল-নবী' নামে সুপরিচিত ছিলেন। আর এই সৈয়দা উম আইমেন সম্পর্কে, সৈয়দ ইবনে হাজার এসকালানী লিখেছেন: "তিনি খুব বেশি রোজা রাখতেন এবং এক সময় রোজা ভাঙার সময় তিনি পানি পান না এবং তাই তিনি এই বিষয়ে খুব অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হন।" এবং হঠাৎ, সেই সময়, আকাশ থেকে এক বালতি পূর্ণ জল এল। উম্মে আয়মেন বালতি থেকে আকাশের পানি দিয়ে রোজা ভাঙলেন। সে বলত সেই আকাশের জল আবার পান করে সারা জীবনে পিপাসা লাগেনি। (আল-আসাবা 416)

ইনি এমন একজন মহিলা যিনি নবীর মৃত্যুতে বেশি করে কাঁদতেন। সৈয়দ আবু বাকের এবং সৈয়দ উমর

ফারুক একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে নবী মারা যাওয়ার পরে কেন তিনি এত কাঁদছিলেন? সৈয়দা বলেছিলেন যে "তিনি ভাল করেই জানতেন যে একদিন নবীকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু আমি নবীর মৃত্যুতে কাঁদব। আকাশ থেকে ওহী (প্রত্যাদেশ) এর ধারাবাহিকতায় থেমে গিয়েছিল।" একথা শুনে দুজনেই কাঁদতে লাগলো।

* এই ব্যক্তি খায়বার যুদ্ধের লুণ্ঠনের মধ্যে সাধারণ কিছু চুরি করেছিল এবং তখন নবী তাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। আর কতিপয় ফযীলতবিদ মিদামের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি এই অপসারণ করেছিলেন এবং সংক্ষেপে খায়বারের যুদ্ধে এই দুই ক্রীতদাস নিহত হয়েছিল।

আনজাশা হাদী 11. সাফিনা এবং তার নাম ছিল মাহরাম বিন ফারুক। 12 ইনসা আবু মাসরাহ। 13.আফলাহ 14.ওবায়েদ 15.তুহমান 16.হুসনাইন 17.সান্দার 18.ফজালা ইয়ামানি 19.মাবুর হাজী 20.ওয়াকাদ 21.আবু ওয়াকাদ 22.কাসাম 23.আবু আইব 24.আবু মহিব

16. সেবা মহিলাদের নাম

সালামা উম রাফা। মুহাম্মদ বিনতে সাদ ৩. কাজারা 4. রাজিনা 5. রাদওয়া 6. উম জামিরা মাইমন বিনতে 'আয়াব' 78. মারিয়া 9. রাহানা এরা সেই মহিলারা যারা পবিত্র নবীর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন।

17. উদ্ঘাটন লেখক

নবীর মহান সাহাবীগণ ওহীর (পবিত্র কুরআন) লেখকদের মধ্যে ছিলেন। আর এই শ্রেণীর লোকদের ইসলামী বিশ্বে বড় মর্যাদা রয়েছে। একজন ফেরেশতা যখন নবীর উপস্থিতিতে কুরআনের আয়াত নিয়ে আসবেন, তখন তিনি কুরআনের লেখকদের ডেকে পাঠাবেন এবং তাদেরকে জিব্রাইল ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত কুরআনের অংশ লিখতে বলবেন।

এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সৈয়দ আবু বকের সিদ্দিকের নাম।

2.উমর ফারুক উসমান গনি তৃতীয়। আলী মুর্তজা জুবায়ের বিন আল-আওয়াম, চার নম্বর। ছয় নম্বরে আছেন আমের বিন ফাহিরা। সাত নম্বরে উবি বিন কাব। উমর বিন আল-আসাফ আবদাল্লা বিন আরকাম, ৯ম। 10. সাবিত বিন কায়েস বিন শামাস। মুগিরা বিন শাবা, হানতালা বিন আল-রাবিয়াহ

১৩, খালিদ বিন রাওয়াহা ১৪, খালিদ বিন ওয়ালিদ ১৫, এবং খালিদ বিন সাঈদ বিন আল-আস।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, ইনিই আল্লাহর ওহীর প্রথম লেখক। মাবিয়া ইবনে আবি সাফিয়ান এবং যায়েদ ইবনে সাবিত সম্পর্কে বলা হয় যে, এরা এমন লোক ছিল যারা প্রস্তুত থাকতেন এবং নবীর দরবারে কুরআন লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

18. নবীর দূতগণ

হাদাবিয়া চুক্তি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, নবী আজম অঞ্চলের (পারস্য উপসাগরীয়) রাজা- বাদশাহদের কাছে চিঠি লেখেন। এবং তাতে তাদের ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল এবং যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এই শাসকদের স্ট্যাম্প ছাড়া চিঠি গ্রহণ করেননি, তিনি একটি রৌপ্য আংটি প্রস্তুত করেছিলেন যার উপর 3 লাইনে লেখা ছিল: আল্লাহ, রাসুল এবং মোহাম্মদ। চিঠি লেখার পর, নবী রাজাদের চিঠিতে তার আংটি স্ট্যাম্প লাগাতেন।

০৭ খ্রিস্টাব্দে হিজিরায় নবী তাঁর দূতের মাধ্যমে ছয়জন শাসকের কাছে চিঠি পাঠান।

প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ উমারো বিন উমিয়া আল জামরি। আর কে ইথোপিয়ার রাজা আশমা বিন আবজারের কাছে প্রেরিত হয়েছিল এবং কে নবীর বাণীকে সম্মান জানিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে? সৈয়দ আশমা, যিনি পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং এই গ্রন্থে আল্লাহর শেষ নবীর নিদর্শনাবলী লেখা ছিল এবং তার গবেষণার ভিত্তিতে ইথোপিয়ার রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যেদিন বাদশাহ আশমা মারা যান, আল্লাহ নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করেন এবং নবী মদীনায় তাঁর জানাজা আদায় করেন। নবীর সঙ্গীরা দাবি করেছিলেন যে যখন জানাজা প্রার্থনা করা হয়েছিল, যেমন তাদের জন্য অনুভূত হয়েছিল, তখন রাজা আশমার মৃতদেহ তাদের সামনে রাখা হয়েছিল।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ ওয়াহিয়া বিন খলিফা কালবি, যাকে রোমের রাজার কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল এবং তার নাম ছিল হরকুল। চিঠিটি পড়ে বাদশাহ কায়সার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু জাতির বিদ্রোহের কারণে তিনি এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেন। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা করেছেন যা দেখায় যে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ বিন হুজাফা আল-সাহমি, যাকে ইরানের রাজা কাসরার কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তার নাম ছিল আবেরওয়াজে বিন হুরমাজ বিন আনুশেরওয়ান। এই দুষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি যে নবীর চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে এবং নবীর দূতকে অসম্মান করেছে এবং এই খবর নবীর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আল্লাহ তার রাজত্ব ছিঁড়ে দিন।

চতুর্থ রাষ্ট্রদূত সৈয়দ হাতিব বিন আবি বিলতাকে মিশরের রাজা মাকভিসের উপস্থিতিতে পাঠানো হয়েছিল। আর তার নাম ছিল জারিব ইবনে মিনা। আর এই পরহেজগার রাজা নবীর দূতকে সম্মান দিলেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। রাষ্ট্রদূত ফিরে আসার সময় তিনি নবীকে উপহার দেওয়ার নির্দেশনাসহ কিছু উপহার রাষ্ট্রদূতকে দিয়েছিলেন। আর উপস্থিতদের মধ্যে সৈয়দা মারিয়া কাবতিয়াও ছিলেন। এবং তার দেহ থেকে, নবীর পুত্র সৈয়দনা ইব্রাহিম এবং তার দুই বোন, সৈয়দা সিরিন এবং সৈয়দা কাসরা এবং এক যুবতী ক্রীতদাসী এবং 1000 মিসকল স্বর্ণ (ওজনের একটি প্রাক্তন একক, একটি সোনার মুদ্রার নাম যা ছিল) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরবে জনপ্রিয়) (4 সাইরস এবং 55 টোলা = 5 কিলোগ্রাম এবং 641 গ্রাম) এবং 20 টি মিশরীয় কভারলেট; একটি দামি খচ্চর, যা ইজির নামে সুপরিচিত এবং বিখ্যাত ছিল; একটি আরবিয়ান ঘোড়া; একটি ব্যয়বহুল কাচের কাপ;

এবং আসল মধু। নবী এই উপহারগুলি পছন্দ করেছিলেন এবং তাদের আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এবং তিনি বলেছেন, "দুষ্ট তার রাজ্যের কথা ভেবেছে, কিন্তু তার রাজ্য থাকবে না।"

পঞ্চম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ সুজা বিন ওয়াহাব আল-আসাদি, যাকে শহরের প্রধান, বালাকা, হারিস বিন আবি শামার আল-কাসনাইয়ের উপস্থিতিতে পাঠানো হয়েছিল এবং যাকে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল।

ষষ্ঠ রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ সালিপ বিন উমরো, যিনি হাউজা বিন আলী বা হুরা বিন আলী এবং শামা বিন আসাল আল-হানফিকে পাঠান, যারা গোত্রের প্রধান ছিলেন। হাউজা বিন আলী রাষ্ট্রদূতকে সম্মান করতেন, কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি । কিন্তু শামা বিন আসাল, যিনি পরবর্তী সময়ে মুসলমান হয়েছিলেন,

উপরোক্ত ছয় এবং আটজন দূত ব্যতীত, নবী উমর বিন আসকে অষ্টম দূত হিসাবে 8 হিজিরার জেকাদ মাসে আমির আল-জালান্দির পুত্রদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যারা ছিলেন জাইফর ও আবেদ এবং উভয় পুত্র। ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং গ্রহণ করেছে।

অষ্টম রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আলা বিন আল-হাজরামিকে বাহরাইনের শাসক মনজির বিন সাওয়ার কাছে পাঠানো হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

নব্বইতম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ আল-মাহজির বিন আবি উমিয়া আল-মাকজুমি। তাকে ইয়েমেনের শাসক, বাদশাহ আল-হারিস বিন আবেদ কুলাল আল-হুমারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং এই রাজা চিঠিটি পড়ে এটি সম্পর্কে চিন্তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দশম এবং অষ্টম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ আবু মুসা আল-আশিরি এবং সৈয়দ মাজ বিন জাবল, যাদেরকে 09 হিজিরিতে তাবুকের গাজওয়া (নবী মুহাম্মদের সময়কার যুদ্ধ যেখানে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন) ফিরে আসার পর ইয়েমেনে পাঠানো হয়েছিল, এবং ইয়েমেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের দাওয়াত ও প্রচারের ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

12 তারিখে, অষ্টম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ জারির আবদাল্লা আল-জাবলি, যাকে দু-আলকালা এবং জুমরোতে পাঠানো হয়েছিল এবং তারা উভয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আর যে দিনগুলোতে জারির বিন আবদাল্লা ছিলেন এই গোত্রে, সে সময় নবীজী মদীনায় এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন।

১৩ তারিখে অষ্টম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ উমরো বিন উমিয়া আল জামরি। যার কাছে নবীকে তার বিশেষ চিঠি মুসিলমা (আল-কাযাব) দেওয়া হয়েছিল এবং সাইব বিন আওয়াম দ্বারা আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মুসুলিমা ইসলামী বিশ্বাস গ্রহণ করেননি। আর সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিকের আমলে নবী ঘোষণাকারী এই দুষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

১৪তম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ আল-সাইব বিন জুবায়ের। তাকে ফারওয়া বিন উমরো আল-জুজামির কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তাকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল। এবং ফারওয়া বিন উমরো, যিনি রোমের রাজার গভর্নর ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এ বিষয়ে নবীকে তথ্য দিয়েছেন। এবং তিনি মওজ বিন সাদ কর্তৃক উপহার প্রেরণ করেছিলেন: একটি খচ্চর, যাকে শাহবাজ বলা হত এবং যা ফিজ্জা নামে পরিচিত ছিল; একটি ঘোড়া, যার নাম ছিল আল-জারফ। একটি গাধার নাম ইয়াফুর। মাসুদ বিন সাদ সমস্ত উপহার গ্রহণ করার পরে নবীকে 12.5 আউন্স সোনা উপহার দিয়েছিলেন।

15 তম রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ আয়াশ বিন আবি রাবিয়া আল-মাকজুমি, হামির শহরে আল-হারিস, মাসরুহ, নাইম এবং বনি আবদ কালালের মতো বিভিন্ন গোত্রের প্রধান লোকদের কাছে পাঠানো

হয়েছিল। এবং তাদের সকলকে তাঁর নবুওয়াত ও ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ধনী ব্যক্তি এবং রাজা যারা ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কারণে তাদের জাতিও ইসলাম ধর্মের ভাঁজে ঢুকে পড়ে । আর ইসলাম নবুয়তের যুগে বহুদূরে পৌঁছেছিল।

19.আযান দাতা (মুয়াজ্জিন)

নবীর সময়কালে, চারটি আযান (মুয়াজ্জিন, আরবি মুয়াদ্দীন, ইসলামে, এমন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি জনসাধারণের উপাসনার জন্য শুক্রবারে নামাযের জন্য আযান (আযান) ঘোষণা করেন এবং দৈনিক নামাজের (আল) জন্য) পাঁচবার আযান দেন। দিন, ভোরে, দুপুর, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্ত এবং রাতের বেলায়।) মক্কা ও মদীনার মহান মসজিদে আহ্বানকারী।

1. সৈয়দ বিলাল বিন রাবাহ, যিনি সৈয়দ আবু বাকেরের দাস ছিলেন, তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম আযানদাতা এবং যিনি নবীর নির্দেশে মদীনার মহান মসজিদে আযান দিয়েছিলেন। 2.সৈয়দ উমর বিন আবি মাকসুম আল-কুরশি আল-আমারি, যিনি নবীর একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন,

3.সৈয়দ আবু মাযযুরা বিন মাইর আল-হাজমী, যিনি মক্কায় 59 হিজিরিতে মারা যান।

4. সৈয়দ সাদ আল-কুরাত বিন আয়েদ, যিনি সৈয়দ আম্মার বিন ইয়াসেরের ক্রীতদাস ছিলেন এবং যিনি মদীনার কুবার মসজিদে প্রার্থনাকারী ছিলেন।

20. আমির (আমির হল কিছু মুসলিম শাসকদের দেওয়া উপাধি।) এবং গভর্নর

ইরানের রাজা কাসরার মৃত্যুর পর নবী বাজান বিন সামান বিন বিলাস আল-ফারসিকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। ইয়েমেন দেশে, তিনি সেখানে ইসলামী শাসনের প্রথম আমির (শাসক)। পারস্যের রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজা যিনি প্রথমবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এবং তার মৃত্যুর পর, নবী তার পুত্র শাহার বিন বাজানকে ইয়েমেনের সানার শাসক নিযুক্ত করেন। আর তিনি দুর্ঘটনায় মারা গেলে নবী খালেদ বিন সাঈদকে আমির নিযুক্ত করেন এবং তিনি ব্যতীত মাহাজির বিন আবি উমিয়া আল-মাকজুমীকে ইয়েমেনের কিন্দা ও সাদাফের আমির নিযুক্ত করেন, কিন্তু তার প্রস্থানের আগেই তিনি মারা যান।

এই নশ্বর পৃথিবী থেকে নবী চলে যাওয়ার পর মানুষের মধ্যে দলত্যাগের সমস্যা শুরু হয়,

তাই সৈয়দ আবু বাকের তাকে এই সমস্যা শেষ করার জন্য পাঠান।

এছাড়াও, নবী ইয়েমেনের হাজরা মাউথ শহরের শাসক হিসেবে সৈয়দ জিয়াদ বিন উমিয়া আল-আনসারীকে নিযুক্ত করেছেন। এবং সৈয়দ আবু মুসা আল-আশরী জুবাইদ, আওয়ান, জামা এবং আল-সাহেল শহরের শাসক হিসাবে। সৈয়দ মাজ বিন জাবাল ছিলেন ইয়েমেনের আল-জুন্দের শাসক। আর সাইয়েদ আবু সুফিয়ান সাকার বিন হারব নাজরানের শাসক নিযুক্ত হন। আবু সুফিয়ানের বড় ছেলে ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান তিমার শাসক নিযুক্ত হন। সৈয়দ আতাব বিন আসীদ ছিলেন মক্কার শাসক এবং সেই সময় আতাবের বয়স ছিল 20 বছর।

সৈয়দ আলী ইবনে তালেব ইয়েমেনের আল-আকমাসের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। এবং আম্মানের শাসক সৈয়দ উমর বিন আল আস। 09 খ্রিস্টাব্দে, হিজিরা সৈয়দ আবু বাকেরকে আমির আল-হজ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাকে হজ যাত্রা করার জন্য বিপুল সংখ্যক লোকের সাথে মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এবং এই সময়কালে, নবী সৈয়দ আলী ইবনে আবি তালেবকে মক্কায় পাঠান জনসাধারণের ঘোষণায় কুরআনের বরাতের অধ্যায় পাঠ করার জন্য, যেমন এই অধ্যায়ে কাফেরদের জন্য কিছু ঘোষণা ছিল, যার জন্য এই বিষয়ে একটি চুক্তি ছিল। এবং এছাড়াও, অনেক

সাহাবীকে জাকাত ট্যাক্স (ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, দাতব্য ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি দাতব্য এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়) জাকাত ট্যাক্স (ইসলামী আইনের অধীনে বার্ষিক অর্থপ্রদান) এবং দাতব্য করার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পাঠানো হয়েছিল। উপজাতিদের কাছে

21. নবীর দেহরক্ষী

নবুওয়াতের পূর্বে, নবীর বন্ধুদের মধ্যে উমর বিন আতাবা সালমী, যিনি নবীর সাথে থাকতেন,

02 হিজিরাতে বদরের গাজওয়ায় (যুদ্ধে) নবী যখন তাঁবুতে ঘুমাচ্ছিলেন, সেই সময়, সৈয়দ বিন মাজ, যিনি তাঁবুতে নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন,

03 খ্রিস্টাব্দে গাজওয়া আহুদে হীরা, সৈয়দ মোহাম্মদ বিন মুসলিমা, যিনি নবীকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন,

05 হিজিরার শাওয়ালের গাজওয়া খন্দকে, সৈয়দ জুবায়ের বিন আওয়াম, যিনি নবীকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন।

সৈয়দ কায়েস বিন সাদ বিন আবাদা আল-আনসারী নবীর আমির শূরতা (পুলিশ অফিসার) হিসাবে কাজ করেছিলেন।

হুদিবিয়া সন্ধির দিন সাইয়েদ মুগীরা বিন শাবা মাথায় উলঙ্গ তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সৈয়দ বিলাল হাসবিস, যিনি নবীর আযানদাতা ছিলেন এবং তিনি নবীর পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও দায়িত্বে ছিলেন। আর তিনি নবীর স্ত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি মেহমানদের দাওয়াতের ব্যবস্থাও করতেন।

আবি ফাতিমা আল-ওয়াসি-তে সৈয়দ মাকিব, যিনি নবীর আংটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

এইভাবে, সৈয়দ মুসা আশআরী, সৈয়দ রাব্বাহ আল-আসওয়াদ এবং সৈয়দ আনাসকে নবীর নিরাপত্তার দায়িত্বে বরাদ্দ করা হয়েছিল। উপরোক্ত ছাড়াও, সৈয়দ আববাদ বিন বাশেরও নবীর নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে ছিলেন।

যখন পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত 67 মায়িদা নাযিল হয়, তখন নবীর জন্য নিরাপত্তা ও পাহারার কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

"হে রসূল! প্রভু আপনার কাছে যা কিছু নাযিল করেছেন তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি তা না করেন তবে আপনি তার বার্তা পৌঁছে দেননি। আল্লাহ

অবশ্যই আপনাকে লোকদের থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের পথ দেখান না।"

সৈয়দনা আলী ও সৈয়দনা জুবায়ের বিন আল-আওয়াম, সৈয়দনা মিকদাদ বিন উমরো, সৈয়দনা মোহাম্মদ বিন মুসালমা, সৈয়দনা আসিম বিন থাবিত বিন আবি আল-আলাজ এবং সৈয়দনা জুহাক বিন সুফিয়ান আল-কালাবি, যাদেরকে কার্যনির্বাহক হওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তাদের শরীর থেকে অপরাধীর মাথা।

22. নবীদের কবিরা

সেখানে তিনজন ব্যক্তি আছেন যারা নবীর যুগে ইসলামিক কবিদের মধ্যে ছিলেন।

সৈয়দ ওয়াহাব বিন মালিক আল-সুলমী, সৈয়দ আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, সৈয়দ হাসান বিন সাবিত

এই কবিরা ভাষাতাত্ত্বিক জিহাদের যোদ্ধা ছিলেন। এরাই সেই ইসলামী কবি যারা কাফের কবিদের ইসলাম ও নবীকে গালিগালাজের জবাব দিতেন। কখনও কখনও নবী এ বিষয়ে তাদের জবাব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। আর তাদের জন্য তিনি দোয়াও করেছেন।

23. নবীর পালপিটারিয়ানস (খতীব)

নবীর যুগে সাধারণত সাবিত বিন কায়েস বিন শিমাসকে নবীর খতিব বলা হত।

24. নবীর ঘোড়সওয়ার

সৈয়দ আবু কাতাদা আল-আনসারী, যিনি নবীর ঘোড়সওয়ার ছিলেন, বলেছিলেন যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাকে পাঠানো হবে এবং তারপরে তাকে সবচেয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্যবহার করা হবে।

25. নবীর যুদ্ধের অস্ত্র

নবীর মোট তরবারির সংখ্যা নয়টি, এবং তাদের নাম নিম্নরূপ:

মেসুর। এই তরবারিটি প্রথম তরবারি যা নবী তার পিতা সৈয়দ আবদুল্লাহ ইবনে মুতালাবের উত্তরাধিকার থেকে পেয়েছিলেন। আল-গাযব 3. জুলফাখর এবং এই তরবারি, যা নবী সর্বদা তাঁর কাছে রাখতে ব্যবহার করবেন। আর এই তরবারিটি

মক্কা বিজয়ের সময় তার কাছে ছিল এবং এর হাতল, সেক্টর এবং টিল সবই ছিল রূপার তৈরি। 4.আল-কালাই 5. আল-বিতার। 6.আল-হাতাফ। 7. আল-রাসুদ। 8.আল-নাকযাম 9.আল-কাযীব (নিহাইয়া ইবনে কাথির থেকে)।

একইভাবে, নবীর সাতটি ওয়ারু রয়েছে, যার অর্থ তাঁর সাথে যুদ্ধের পোশাক এবং নামগুলির বিবরণ নিম্নরূপ।

নবী তার শেষ সময়ে এক বছর ধরে তার পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনে আবু শাহমার কাছে এই যুদ্ধের পোশাকটি বন্ধক রেখেছিলেন।

2.জাতাল রিশা 3.জাতাল আল-হাওয়াশি 4.আল-সাদিয়া এবং এই যুদ্ধের পোশাকটি সুপরিচিত কারণ নবী দাউদ জিহাদের যুদ্ধে এটি পরিধান করেছিলেন, যেখানে তিনি নিষ্ঠুর রাজা জালুত কর্তৃক নিহত হন। এবং আরও তথ্যের জন্য দেখুন আমাদের বই "হিদায়াত কে চিরাঘ", প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা 610. 5.ফিজ্জা 6.আল-বিত্র 7.আল-কারনিক। এই সাতটি যুদ্ধের পোশাকই নবী জিহাদের যুদ্ধে ব্যবহার করতেন।

একইভাবে, নবী সাতটি ধনুক বহন করেন, যার আরবি নামগুলি নিম্নরূপ:

1.আল-জুরা 2.আল-রুহা 3.আল-সাফরা 4.আল-বাইজা 5.আল-সিদাদ 6.আল-মাকথুম (এই ধনুকটি উহুদের

গাজওয়া (যুদ্ধে) ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং যা কাতাদা বিন দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছিল নোমান আল-তুখরি)। আর একটি জবা (তীর), যাকে আল-কাফুর বলা হত।

একইভাবে, তার একটি চামড়ার কোমর বেল্ট ছিল যার মধ্যে রূপার তৈরি তিনটি লুপ ছিল। তার যুদ্ধের ঢালের সংখ্যা ছিল তিনটি, এবং প্রথমটির নাম ছিল আল-জালুক; দ্বিতীয়টির নাম ছিল আল-ফাতাক; এবং তৃতীয় ঢাল, যা তাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, তাতে একটি বাজপাখির একটি ছোট মূর্তি ছিল। আর যখন সে তাতে হাত রাখল, তখন তা ঢাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার সাথে পাঁচটি বর্শা রয়েছে এবং তার মধ্যে একটি বর্শার নাম ছিল আল-মাসভি এবং দ্বিতীয় বর্শার নাম আল-মাসনা।

তার একটি হারবা (ছোট তলোয়ার) ছিল যাকে বলা হত আল-নাবা। আর সেখানে একটি বড় হারবা ছিল যার নাম ছিল আল-বাইজা। এবং সেখানে একটি ছোট হারবা ছিল যা বাঁকানো ছিল এবং এটিকে আল-আনজা বলা হত। এবং কিছু সময়ের জন্য, নবী তার হাতে নিয়ে হাঁটতেন এবং এই হারাবাটি ঈদের উত্সব উপলক্ষে তাঁর কাছে রাখা হত। এবং এটি প্রার্থনায় তাঁর সামনে একটি জ্যাকেট হিসাবে রাখা হয়েছিল এবং তাঁর সাথে আরও একটি আনজা (একটি ছোট, সরু বর্শা) ছিল।

নবীর লোহার তৈরি একটি যুদ্ধের টুপি ছিল এবং এটিকে আল-মোশা বলা হত। তার সাথে আরেকটি যুদ্ধের টুপি ছিল, যার নাম ছিল আল-মাতবুক বা জু-আল-সাবুক।

তার সাথে তিনটি জুব্বা (প্রশস্ত হাতা বিশিষ্ট একটি লম্বা ঢিলেঢালা বাইরের পোশাক, বিশেষ করে ভারতে মুসলিম পুরুষ ও মহিলারা পরিধান করে) আছে, যা তিনি যুদ্ধের সময় পরিধান করতেন। আর একটি জুব্বা ছিল সবুজ রঙের রেশম দিয়ে।

সেখানে একটি কালো পতাকা ছিল, যার নাম ছিল আল-উকাব। সাদা রঙের অন্যান্য পতাকা ছিল, এবং হলুদ পতাকাও পাওয়া গেছে।

সেখানে একটি ধূলিময় রঙের পতাকা ছিল এবং তার উপর লেখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' এবং সেখানে তাঁর তাঁবু ছিল, যাকে আল-কিন বলা হত। একটি ছোট কাঠের বাঁকানো লাঠি ছিল এবং এটি এক হাত বা তার বেশি দৈর্ঘ্যের ছিল এবং এটি নবীর দ্বারা যানবাহনে হাঁটার সময় বা চড়ার সময় ব্যবহার করতেন এবং যা তাঁর হাতে পাওয়া গিয়েছিল।

কোমরকে সমর্থন করার জন্য একটি কাঠের লাঠি ছিল এবং এটির নাম ছিল আল-উরজুন। আর সেখানে ছিল কাযিবের লাঠি, যাকে বলা হতো আল-মামশুক।

আর কাজী আয়াজ লিখেছেন যে, এটা নবীর তরবারি বা লাঠির নাম। অতঃপর এই লাঠি বা তলোয়ারটি যা রাখা হয়েছিল, তা ইসলামের খলিফাদের উত্তরাধিকারে থেকে যায়।

আল-কাউসারের হাদিসে উল্লেখিত কাঠের হাতলগুলোর মধ্যে একটি ছিল এবং এই তরবারি বা লাঠি দিয়ে নবী দূরে ঠেলে দেবেন বা বিদআতের লোকদেরকে দূরে ঠেলে দেবেন এবং যারা সেখানে কাউসারের জলাশয়ে পানি পান করতে আসবেন।

তার সাথে একটি কাপ ছিল, তার নাম ছিল রিয়ান। তৃতীয়টি ছিল মুগনিয়া, এবং চতুর্থটি একটি কাপ ছিল যার উপরে তিনটি রূপার স্ট্রিং পাওয়া গেছে এবং একটি লুপ ছিল যা কাপটি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

এক কাপ গ্লাস ছিল। আর সেখানে এক পেয়ালা কাঠ ছিল, যা তাঁর সিংহাসনের নীচে রাখা ছিল৷ এবং রাতের বেলা, এটি ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহৃত হত, যা প্রয়োজনের সময় প্রস্রাব এবং/অথবা মলত্যাগ করার পরে নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য পানি ব্যবহার করার জন্য ইসলামিক শব্দ।

সেখানে একটি পাথরের পাত্র ছিল, এবং এটিকে বলা হত আল-মাকযাব, এবং এটি নবী দ্বারা অজু করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। আর একটা পাত্র ছিল তাতে মেহেদি রাখা।

জল বহনের জন্য একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল, যাকে বলা হত আল-সাদিরা, এবং একটি ছোট পেয়ালা, যাকে কাব এবং আল-সা বলা হত। একটি পিতলের জলের পাত্র ছিল, যা স্নানের জন্য ব্যবহৃত হত এবং একটি তেলের পাত্র ছিল৷

আলেকজান্ডারিয়ার এক সেট পোমান্ডার (একটি বল বা সুগন্ধযুক্ত পদার্থের ছিদ্রযুক্ত পাত্র, যা একটি আলমারি বা ঘরে সুগন্ধি দেওয়ার জন্য রাখা হয়) ছিল, যা সৈয়দা মারিয়া সহ রাজা মুকভিস উপহার হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। এবং সেখানে একটি দামী আয়না ছিল এবং নবী সময়ে সময়ে তাতে তার প্রতিফলন দেখতেন।

আর এন্টিমনি রাখার জন্য হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটি চিরুনি এবং একটি ছোট শিশি বা বাক্স থাকত এবং তা থেকে নবী আসমাদ পাথরের তিনগুণ অ্যান্টিমনি রাখতেন এবং একটি রেওয়ায়েত আছে যে তিনি অ্যান্টিমনির তিনগুণ অ্যান্টিমনি রাখতেন। ডান চোখ এবং বাম চোখের পাশে দুই বার।

নবীর সাথে একটি ড্রাগজিস্ট কিট ছিল যাতে তিনি কাঁচি এবং মিসওয়াক (দাঁত ব্রাশ) রাখতেন।

তার সাথে একটি বড় কাপ ছিল, যার নাম ছিল আল-গ্রা। আর যেটিতে চারটি হাতল ছিল এবং এই হাতলগুলি দিয়ে চারজন লোক এটি বহন করত।

তার সাথে একটি পরিমাপ ছিল এবং এই নবীর সাথে ফিতরার দান দানের পরিমাণ পরিমাপ করতেন (ইসলামে, ফিতরাহ হল রমজানের রোজা শেষে বিতরণ করা দানের নাম)। ঈদুল ফিতরে তার সাথে আরও দুটি ব্যবস্থা ছিল, মোদ এবং কাতিফা নামে পরিচিত।

সেখানে একটি বিছানা সেট ছিল যার চারটি পা হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি ছিল এবং এটি একটি উপজাতির প্রধান দ্বারা উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল; তার নাম সৈয়দ আসাদ বিন জারা।

সেখানে একটি চামড়ার খাট ছিল যেখানে খেজুর গাছের ছাল আবিষ্কৃত হয়েছিল।

বিছানার বিবরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সৈয়দ আয়েশা বলেছেন, তিনি বলেছিলেন যে "এটি পশুদের চুলের একটি মোটা আবরণ ছিল এবং এটি দ্বিগুণ আকারে ভাঁজ করা হত যার উপর নবী বিশ্রাম নিতেন। "

26. নবীর পোশাক

একটি পাগড়ি ছিল, যাকে আল-সাহাব বলা হত। আর এর নিচে তিনি টুপি পরতেন। আর কোনটা মাথায় আটকে আছে?

মাথায় টুপি ছাড়া শুধু পাগড়ি পরার মৃদু অভ্যাস রয়েছে নবীর। আর একইভাবে তিনি পাগড়ি ব্যতীত শুধু টুপি পরতেন এবং সাদা টুপি পরতেন।

নবী যখন পাগড়ী পরিধান করেন, তখন তিনি এর কিছু অংশ কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দেন এবং মাথায় পরতেন। এবং পিছনের দিকে, তিনি এর শেষ প্রান্তটি ঠিক করতেন। মক্কা বিজয়ের দিন, সেই সময়, নবী তার মাথায় কালো তুরাবন পরেছিলেন এবং এই অবস্থায় তিনি একটি খুতবা দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক ওয়াকদী নকল করেছেন যে, ইয়েমেনি ভাষার একটি কভারলেট ছিল এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল ছয় হাত এবং প্রস্থ ছিল তিন হাত এবং এক স্প্যান।

আম্মান থেকে তার সাথে একটি তাহবুন্দ ছিল এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল চার হাত ও এক স্প্যান এবং প্রস্থ ছিল দুই হাত ও দুই স্প্যান। শুক্রবার ও উৎসব উপলক্ষে তিনি শরীরে এই পোশাক পরিধান করতেন। এটি ব্যবহার করার পরে, তিনি এটি ভাঁজ করে রাখতেন।

সাইয়েদ জাব্বার বিন আবদুল্লাহ বলেছেন যে "তিনি শুক্রবারে এবং উত্সব উপলক্ষ্যে তার শরীরে একটি লাল রেখাযুক্ত কভারলেট পরিধান করতেন।"

তার সবুজ রঙের দুটি কভারলেট এবং কালো রঙের একটি কভারলেট রয়েছে। সেখানে একটি লাল রঙের পুরু আস্তরণের কভারলেট এবং একটি পশুর চুল ছিল।

তার একটি সুতির জামা ছিল যার দৈর্ঘ্য কম ছিল এবং এর হাতা কব্জি পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ছোট ছিল।

পোশাকের মধ্যে, তিনি একটি শার্ট এবং একটি লাল আলোর রেখাযুক্ত কভারলেট পরতেন। তিনি তার পোশাকের জন্য সাদা পোশাক পছন্দ করতেন। তিনি সিরিয়ার আঁটসাঁট হাতা জুব্বা এবং শরীরে কাবা যায়েব পরতেন এবং তাহবুন্দ নামাতেন এবং পিছন থেকে উঠাতেন।

হাদিস অনুসারে, "সৈয়দা আয়েশা নবীর সাহাবীদেরকে একটি প্যাচযুক্ত কভারলেট এবং একটি নরম কাপড়ের তাহবুন্ড দেখিয়েছিলেন এবং তাকে বলা হয়েছিল যে "নবী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এই পোশাকগুলি পরেছিলেন।" (বুখারি, মুসলিম, এবং তরমাজি, বাবে লিবাস)

ইবান ফরাস বলেছেন যে এটি সাধারণত জানা যায় যে নবী তাঁর মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত পোশাকগুলি রেখেছিলেন।

1.দুটি কভারলেট 2.আম্মিনি তাহবুন্ড 3.দুটি হালকা লাল আস্তরণের কাপড়। চারটি সুহালি শার্ট 5.একটি সুহারি শার্ট (এবং এটি ইয়েমেনের দুটি শহর)। ষষ্ঠ, ইয়েমানি জুব্বা7। একটি শার্ট লম্বায় ছোট। 8 তম। একটি সাদা কভারলেট 9.3 বা 4 ছোট মাথার ক্যাপ।
10. একটি তাহবুন্ড এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল 5 স্প্যান। 6.একটি বালিশের কভার হলুদে।

27. নবীর আঙুলের আংটি

নবীজি সোনার একটি আঙুলের আংটি তৈরি করলেন, তারপর তাকে আঙুল থেকে বের করা হলো। এবং তিনি সাহাবীদেরকে সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এবং যখন তিনি জানতে পারলেন যে শাসকরা স্ট্যাম্প ছাড়া চিঠি গ্রহণ করেন না, তখন তিনি একটি রূপার আঙুলের আংটি প্রস্তুত করেন যার উপর তিনটি লাইনে লেখা ছিল, "মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহুলরা স্ট্যাম্প ছাড়া চিঠি গ্রহণ করেন না, তিনি একটি রূপার আঙুলের আংটি প্রস্তুত করেন। যার উপর তিন লাইনে লেখা ছিল, "মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ" এবং এই আঙুলের আংটি ব্যবহার করতেন সৈয়দনা আবু বকর, সৈয়দনা ওমর ফারুক এবং সৈয়দনা উসমান গনি।

আঙুলের আংটিটি তখন সৈয়দনা উসমান গনির শাসনামলে মদীনার কুবার মসজিদের কাছে আরবাস

কূপে হারিয়ে যায় এবং অনেক খোঁজাখুঁজি ও শিকার করেও তা পাওয়া যায়নি। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত মকীব কর্তৃক, যিনি আংটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং যার হাতে এই আংটিটি কূপে পড়েছিল। এর মণি-পাথরের উপর একটি লোহার আংটি বাঁকানো ছিল যার উপর লেখা ছিল "মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ কূপ। এর মণি- পাথরের উপর একটি লোহার আংটি বাঁকানো ছিল যার উপর লেখা ছিল "মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ।" কিছু মুহাদ্দিস (মুহাদ্দিসের অর্থ হল: মুআদ্দিস) একটি বিজ্ঞাপনের বর্ণনাকারী বা মুহাম্মাদ এর কাজ এবং শব্দ।) এটি বলে যে এই আঙুলের আংটিটি রূপার তৈরি এবং এর রত্ন পাথরটি ইথোপিয়াতে তৈরি হয়েছিল এবং মাআজ বিন জাবাল দ্বারা নবীর কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং যা তিনি ব্যবহার করেছিলেন কখনো ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে পরতেন এবং কখনো বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে রত্নপাথর থাকবে (মুসলিম, তিরমাযী) এবং যখন তিনি পায়খানায় যেতেন তখন আংটিটি খুলে ফেলতেন তার আঙুল (নেসাই, আবু দাউদ, তিরমাযী, শামিল)

হযরত সৈয়দনা আলীকে মধ্যমা আঙুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

এক ব্যক্তি নবীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন, যিনি তাঁর আঙুলে একটি লোহার আংটি পরা ছিলেন।

তিনি তাকে বলেছিলেন যে "সে তোমার আঙুলে জাহান্নামের গহনা দেখছে।" সেই ব্যক্তি যখন পরবর্তীতে নবীর সান্নিধ্যে এলেন, তখন তার পরনে ছিল পিতলের আংটি। তিনি তাকে সতর্ক করেছিলেন যে মূর্তির গন্ধ তার কাছে আসছে। অতঃপর সে ব্যক্তি তৃতীয়বার নবীর সামনে উপস্থিত হল। তারপর আঙুলে সোনার আংটি পরিয়ে দিলেন। তিনি তাকে বললেন, এটা স্বর্গের গয়না, তাই তার আঙুল খুলে ফেল।

সেই ব্যক্তি তখন তাকে বলল কোন ধাতু থেকে সে তার আঙুলের আংটি তৈরি করতে পারে। তিনি তাকে একটি রূপার আঙুলের আংটি তৈরি করতে বললেন, যাতে একটির বেশি মিথকল থাকা উচিত নয়। এক মিথকাল ((আরবি) হল 4.25 গ্রাম (0.137 ozt) এর সমান ভরের একক, যা বেশিরভাগ মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা এবং জাফরানের মতো অন্যান্য পণ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।) (মাসন্দ আহমেদ)

28. নবী মুহাম্মদের জুতা

ইথিওপিয়ার রাজা আসমাহা নাজাশি দুই জোড়া কালো চামড়ার জুতা পাঠিয়েছেন যা দিয়ে গোসল ও ওযুর সময় পা ধোয়ার প্রয়োজন নেই এবং শুধুমাত্র এক জোড়া লাগবে । অথবা পা অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে এবং ছালাতের আগে মাথা বা পায়ের উপর ভেজা হাত চালান (ইসলামী প্রার্থনা)। নবীর উপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে

উপহার হিসেবে। নবীজি সেই জুতা পরিধান করতেন এবং অযু করার সময় সেগুলোতে মাসাহ করতেন।

উপরে উল্লিখিত জুতাগুলি ব্যতীত, তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় সেগুলি পেয়েছিলেন এবং তার মধ্যে একটি ছিল একটি চামড়ার জুতা যার চুল নেই এবং একটি ডবল ফিতা ছিল। (তিরমাযী, আহমদ)

29. নবীর যাতায়াতের উপায়

সেখানে একটি ঘোড়া ছিল, যার নাম ছিল আল-শাকাব এবং যাকে বলা হত আল-জারাস, এবং নবী এটা গ্রামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে দশ আউন্স রৌপ্য দিয়ে কিনেছিলেন, যা 400 দিরহামের সমান ছিল এবং এটিই ছিল প্রথম। পরিবহন যার জন্য তিনি মালিক হয়েছিলেন। উপরন্তু,

----

-- ইমাম তাবরানী একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে একবার একজন নবী জঙ্গল এলাকায় একটি জুতা পরেছিলেন এবং তিনি পরতে যাচ্ছিলেন। আরেকটি জুতা। এমন সময় এক কাক এসে সেখান থেকে আরেকটি জুতা নিয়ে বাতাসে ছুড়ে মারল, তাতে একটি ছোট সাপ লুকিয়ে ছিল এবং জুতা থেকে নিচে পড়ে সাপটি জুতা থেকে বেরিয়ে আসে। এবং যার জন্য নবী

আল্লাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং তিনি সেই সময়ে একটি সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করেছিলেন: "সেই সময়ে জুতা পরার সময় প্রত্যেক মুসলমানকে ঝাড়ু দেওয়া উচিত।" (খাসিল নববী, শরাহ শামিল নববী)

অতীতে আরব দেশগুলোতে এ ধরনের জুতা আবিষ্কৃত হলেও এখন আর পাওয়া যায় না। সেখানে চ্যাপ্টা চামড়া ছিল যার উপরে দুটি ফিতা পাওয়া গেছে এবং সেই ফিতার প্রতিটিতে আরও দুটি ফিতা পাওয়া গেছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর "জাদ আল-সাইদ" বইতে, যেটিতে তিনি নবীর জুতার ছবি যুক্ত করেছেন, এই বইটির উর্দু সংস্করণে এবং এই ইংরেজি বইটিতে, উর্দু সংস্করণের একটি লিঙ্ক যোগ করা হয়েছে। আমি

তার ছয়টি ঘোড়াও রয়েছে, যার আরবি নাম নিম্নরূপ:

1. আল-মুর্তজার এবং যিনি একটি শক্তিশালী এবং দ্রুত দৌড়ানো ঘোড়া ছিলেন।

2.আল-খাইফ 3.আল-জাজ 4.আল-জারাব 5.আল-সভা 6. আল-ওয়ারাদ 7. এবং কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন যে উপরোক্ত ছাড়াও, নবীর 15 টিরও বেশি ঘোড়া রয়েছে।

ঘোড়ার জিনের দুই পাশে খেজুর গাছের ছাল পাওয়া গেছে এবং নবীর বাড়িতে যাতায়াতের

জন্য খচ্চর ছিল। একটা খচ্চর ছিল, তার নাম দুলদুল। এই খচ্চরটি মিশরের রাজা মাকভিস নবীকে উপহার হিসাবে উপহার দিয়েছিলেন এবং এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শক্তিশালী মহিলা খচ্চর ছিল।

দ্বিতীয় খচ্চরটি নবীর উপস্থিতিতে উপস্থাপিত করেছিলেন আল-জাযামি, যিনি গোত্রের প্রধান ছিলেন।

নবীর উপস্থিতিতে পেশ করেন ।

ইথোপিয়ার রাজা নাজাশি নবীর উপস্থিতিতে একটি খচ্চর পেশ করেছেন বলে জানা গেছে। নবী (সাঃ) এই খচ্চরটি বেশির ভাগই ব্যবহার করতেন।

সেখানে কিছু গাধা পাওয়া গিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে আফির নামে একজন ছিল, যে একটি শক্তিশালী প্রাণী ছিল এবং এটি মিশরের রাজা, মাকভিস নবীর উপস্থিতিতে উপস্থাপন করেছিলেন।

সেখানে আরো একটি গাধা ছিল যাতায়াতের জন্য, তার নাম ছিল ইয়াফুর। এই খচ্চরটি উপজাতির অন্যতম প্রধান, ফারাতাল জাযামী উপস্থাপন করেছিলেন। প্রাচীনকালে, গাধা ছিল পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

একটি রেওয়ায়েত আছে যে খায়বার যুদ্ধে ইহুদীদের একটি বিখ্যাত ও সুপরিচিত দুর্গ

জয় করা হয়েছিল। সেই সময়ে, যুদ্ধের মালপত্রে, নবী একটি কালো গাধা পেয়েছিলেন, এবং নবী তাঁর যাতায়াতের জন্য এই গাধাটি ব্যবহার করেছিলেন। এই পশু থেকে পড়ে একবার নবী আহত হয়েছিলেন।

সাদ বিন আবাদা নবীর উপস্থিতিতে একটি খচ্চর পেশ করলেন, যা নবী তাঁর যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

তার উটের মধ্যে নিম্নরূপ তিনটি নাম পাওয়া যায়।

এই উটে চড়ে নবীজি তাঁর হিজরতের যাত্রায় মক্কা থেকে মদীনায় গমন করেন।

2.আল-ইজবা 3.আল-জাদা। আর আল-ইজাবা এমন একটি উট ছিল যে সে খুব দ্রুত দৌড়বিদ ছিল এবং সে সমস্ত উটের দৌড়ে প্রথম আসত। উটের মধ্যে তার দ্রুত দৌড়ে সাহাবীরা গর্বিত। যাইহোক, তিনি একবার একটি ছোট উট রেখে গিয়েছিলেন, এবং নবীর উটটি রেখে যাওয়ায় সাহাবীরা হতবাক হয়েছিলেন। আর একথা শুনে নবী বললেন, এটাই আল্লাহর বিধান। যে মাথা তুলবে, তাকে নিচে নামানো হবে। (আল-বুখারী)

নবীর সাথে একটি উট ছিল এবং তার নাম ছিল শালব, যা হাদিবিয়ার সন্ধির সময় কাফেরদের দ্বারা জবাই হয়েছিল। এবং নবীর সাথে 45 টি উট ছিল

যারা দুধ দিতেন। একটি সুপার রেসের উটও ছিল, এবং তার নাম ছিল মাহের গরিয়া, এবং সে ঘোড়ার দৌড়ে খুব দ্রুত দৌড়েছিল। সাইয়েদ সাদ বিন আবাদাকে বনু আকিল গোত্রের পশুদের মধ্যে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং তাকে নবীর উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়েছিল।.

তার পশুদের মধ্যে, তার সাথে 100 টি ছাগল ছিল এবং তিনি এই পরিমাণের বেশি পশু রাখতে চাননি। যখন তিনি আরও একটি যোগ করলেন, তিনি একবারে একটি ছাগল জবাই করলেন, যাতে 100 টি ছাগলের সমান সংখ্যক হয়। একটি ছাগলের নাম ছিল গাউস বা গিসা এবং আরেকটি ছাগলের নাম ছিল কামরা।

পশুদের মধ্যে একটি সাদা মোরগ ছিল যার মাথায় শিং ছিল এবং তার সাথে সাতটি দুধ খাওয়ানো ছাগল ছিল। তাদের একজনের নাম আয়েমান। উম আহমেন, যিনি সমস্ত প্রাণীর দেখাশোনা করতেন, এই ইথিওপিয়ান ক্রীতদাসী যে শৈশবকালে নবীর সেবিকা ছিল*

-- ---

প্রাচীনকালে, এই প্রাণীগুলি পরিবহনে ব্যবহৃত হত। এবং এই প্রাণীদের কিছু জাতি অনুযায়ী সুপার গ্রেড করা হবে। এই প্রাণীদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হত। প্রাচীনকালে, কুরআন এই

প্রাণীদেরকে তাদের বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

*তিনি তার পিতা সাইফ আবদাল্লার কাছ থেকে তার অংশের উত্তরাধিকার পেয়েছেন। তারপর, পরে তিনি তার দত্তক পুত্র সৈয়দ যায়েদকে বিয়ে করেন। আর সেই দেহ থেকেই জন্ম নেন সৈয়দ উসামা, যিনি মাহবুব নবী নামে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই মহিলা নবীর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। নবী তাকে মা বলে ডাকতেন। এবং যখনই তিনি তাকে দেখেছিলেন, তিনি বলতেন যে এটি কেবল আমার পরিবারের স্মৃতি হিসাবে রয়ে গেছে। (মুসলিম) (তাবকাত ইবনে সাদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা 495; তারিক তিবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা 176।)

সৈয়দ শিবলী নোমানী তার বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'সিরাত আল-নবী' এর প্রথম খন্ড ১৭৫ পৃষ্ঠায় নবীর গৃহস্থালী সামগ্রী এবং পশুর বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

“ঐতিহাসিকগণ যারা নবীর গৃহস্থালির জিনিসপত্র এবং পশু-পাখির খুঁটিনাটি বিষয়ে লিখেছেন, তারা একজন ব্যক্তির শূন্য মনে সন্দেহের জন্ম দেবেন যে, নবীর ব্যক্তিগত জীবন, যিনি ছিলেন একজন শাসক বা গোত্রের প্রধানের মতো, কিন্তু বাস্তবতা এক্ষেত্রে ভিন্ন। এবং তিনি যোগ করেছেন যে "ঐতিহাসিক তাবরি, যিনি গৃহস্থালির জিনিসপত্রের নাম

এবং প্রাণীদের নাম এবং অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন তবে যদি সেগুলি তদন্ত করা হয়, তাহলে সবই জানা যাবে। " ইতিহাসবিদ ওয়াকদির কাছ থেকে নেওয়া একটি বক্তব্যের যোগ্যতা অনুসারে তিনি যে রেওয়ায়েতগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা যদি সত্য হয়, তবে এই সমস্ত রেওয়ায়েতের মধ্যে যোগসূত্র বজায় থাকবে ইতিহাসবিদ ওয়াকদীর সনদ এই যে, ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে ওয়াকদীর অবস্থান বেশি নয়, তবে এ বিষয়ে উর্দু লেখক মওলানা শবিলীর মন্তব্যকে বিশ্বাস করেন তার মানসিক এবং চিন্তার বিষয়ে সন্দেহের চেয়ে বেশি নয়। যাইহোক, নবীর জীবনীতে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং জিনিসপত্রের অভাব সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ঘটনা আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়াও, সম্পদ এবং চাকর এবং পরিচারকদের অনেক ঘটনা ছিল। সেখানে হুনাইন বা খায়বারের গাজওয়ার আশ্চর্যজনক বিবরণ বা হাদিসের কিতাবসমূহে যুদ্ধ লুণ্ঠনের বিবরণ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। আর এটাও সত্য যে নবী মারা যাওয়ার সময় কিছুই রেখে যাননি। সৈয়দা আয়েশা সিদ্দিকা এবং নবীর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদের মতে যারা এই বিষয়ে কথা বলেছেন,

"আল্লাহর রাসূল একটি দিনার, একটি দিরহাম, একটি উট বা একটি ভেড়া রেখে যাননি।"

ঐতিহাসিক ওয়াকদি হোক বা ঐতিহাসিক তাবরি বা তাবকাত ইবনে সাদ, কেউই নবীর কাছে মজুদকৃত পণ্যের কথা উল্লেখ করেননি। আর কোনটি নবীর ঘরের সাজসজ্জা ও শৈলী নয়? কিন্তু তিনি এই গৃহস্থালী সামগ্রীগুলিকে প্রয়োজন এবং প্রয়োজন হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং পরে তিনি এই ঘরের সামগ্রীগুলি বিতরণ করতে শুরু করেছিলেন যতক্ষণ না এমন অবস্থা হয়ে যায় যেটি সৈয়দা আয়েশা সিদ্দিকা এবং সৈয়দা জুওয়ারিয়া বর্ণনা করেছেন যে "নবী (সা.) এর সময় তাঁর বাড়ি খালি রেখেছিলেন। তার মৃত্যু।"

30. পবিত্র মৃত্যু

নবী সেখানে সৈয়দা মায়মুনার বাসভবনে ছিলেন এবং তিনি মাথা ব্যাথা অনুভব করেন। এ ঘটনাটি ১১ হিজরীর সফর মাসের শেষ দশ দিনের । আর তখন সৈয়দা জানব বিনতে হাবশের ঘরেও একই ব্যথা অনুভূত হয়। অবশেষে, মাথাব্যথা ক্রমাগত তার সাথেই থেকে গেল এবং আরও বেশি করে বাড়তে লাগল এবং প্রায় পাঁচ দিন এমন অবস্থায় কেটে গেল। তারপর তিনি তার স্ত্রীকে সৈয়দা আয়েশার কক্ষে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন কারণ তার কক্ষটি মদীনায় নবীর মহান মসজিদের সংলগ্ন ছিল। এবং সমস্ত পবিত্র স্ত্রীরা আনন্দিত চিত্তে তাঁর ইচ্ছা পছন্দ করেছিলেন এবং তারপরে নবী সৈয়দা আয়েশার

ঘরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। আর অসুখের মধ্যে ওঠা-নামা ছিল। তিনি সৈয়দা আয়েশার কক্ষে আট দিন অবস্থান করেন । এবং এইভাবে, অসুস্থতার সময়কাল 13 দিনের জন্য শেষ হয়েছিল, এবং মাথাব্যথার কারণে, দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই কারণে, তার হাঁটার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই হিসাবে, জামাতের নামাজের ইমামতি করার জন্য মসজিদে যাওয়ার শক্তি তার নেই। এবং নবীর মহান মসজিদে তিনি যে শেষ নামাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা ছিল মাগরিব, যেখানে তিনি পবিত্র কুরআনের 29 তম অংশ থেকে মুরসিলাত পাঠ করেছিলেন। যখন এশার নামাযের সময় হল তখন নবীজি জিজ্ঞেস করলেন নামায পড়েছে কি না। এবং সাহাবী সবাইকে বলেছে যে তারা তার উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে একটি বেসিনে জল রাখতে বলা হয়েছিল এবং তারপরে তিনি গোসল করলেন। তখন তিনি দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুটা স্বস্তি পেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন নামায শেষ হয়েছে কি না। এবং সাহাবী তাকে একই উত্তর জানালেন। তারপর তিনি স্নান করলেন এবং দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং এটি তিনবার ঘটল। শেষবার কিছুটা স্বস্তি পেলে তিনি আবু বকরকে নামাজের ইমামতি করতে বললেন। আর এই ধারাবাহিকতা সেখানে তিনদিন ছিল, শুক্রবার এশার নামায

থেকে শুরু করে সোমবারের ফজরের নামাযের মৃত্যু পর্যন্ত। মোট ১৭টি নামাজ আদায় করেন সৈয়দ আবু বকর। (বুখারী, মুসলিম কিতাব সালাত)।

মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে, নবী যোহরের নামাযের পর বৃহস্পতিবার একটি খুতবা দিয়েছিলেন, যা ছিল নবীর জীবনের শেষ খুতবা।

আল্লাহর প্রশংসা করার পর, "আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার অনুগ্রহ গ্রহণ করার বা অন্য জগতের যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা বেছে নেওয়ার বিকল্প দিয়েছেন," তিনি বলেছিলেন। কিন্তু সেই ক্রীতদাস কেবল অন্য এক জগত বেছে নিয়েছে। "

একথা শুনে আবু বকর হঠাৎ কাঁদতে লাগলেন, সাহাবীরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন যে, নবী (সাঃ) একজন ব্যক্তির সম্পর্কে একটি ঘটনা বলছেন, আর এতে কি আছে? এবং পরে, সাহাবীগণ জানতে পেরেছিলেন যে ব্যক্তিটি নিজেই নবী।

এই খুতবায় নবী বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগণ রাসূল ও পবিত্র লোকদের কবরকে সিজদা করার স্থান বানিয়েছে।" সতর্ক থাকুন যে আপনি এটি অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাকে নিষেধ করব এবং তোমাকে ছেড়ে দেব।" (বুখারী ও মুসলিম)।

দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তির এই অবস্থায় তিনি মনে করতে পারলেন যে কিছু স্বর্ণমুদ্রা তার কাছে রেখেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা, ঐ স্বর্ণমুদ্রা কোথায়? মোহাম্মদ অবিশ্বাসের সাথে আল্লাহর সাথে দেখা করতে চাননি। যাও এবং আল্লাহর কাছে দান কর। সুতরাং এটি সেই পদ্ধতিতে করা হয়েছিল। (মসনাদ আহমদ, ছয় খন্ড, পৃষ্ঠা 49)

অসুস্থতার মধ্যে উত্থান-পতন ছিল, কিন্তু সোমবার মৃত্যুর দিন মেজাজে শান্তি ও স্বস্তি ছিল, তাই কিছু সাহাবী মনে করেছিলেন যে নবীর অসুস্থতা থেকে আরোগ্যের অবস্থা ছিল।

সেদিন ফজরের নামাযে ঘরের পর্দা সরিয়ে নামায আদায়কারী সাহাবীদের দেখলেন এবং তাদের খুশিতে তারা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে এবং নামাযে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি আল্লাহর পবিত্র নবীর শেষ চেহারা, যা তার ভাগ্যবান সাহাবীরা দেখেছিলেন।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে নবী অজ্ঞান হতে লাগলেন; এবং নবীর উপর অনেক মূর্ছা গিয়েছিল, এবং তার জিহ্বায় এমন অবস্থায়, নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি উপস্থিত হয়েছিল।

যাদের সাথে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেছেন

হে ঈশ্বর, পরম সঙ্গী

এটি তার মৃত্যুর সময় কাছাকাছি ছিল এবং তিনি একটি মিসওয়াক (টুথপিক) চেয়েছিলেন এবং এটি একজন সুস্থ ব্যক্তির মতো ব্যবহার করেছিলেন। ইবনে ইসহাকের জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে হঠাৎ বুকের মধ্যে গোঙানি ও ঠোঁট কাঁপছিল এবং নিম্নোক্ত বাক্যাংশটি শোনা গেল:

"নামাজ এবং তোমার কাছে যা আছে।" (নামাজ ও বান্দাদের যত্ন নিন)

তার কাছেই ছিল জলের বেসিন, তাতে সে বহুবার হাত দিল, মুখে হাত ঘষে। এবং এই সময়ের মধ্যে, তার হাত উত্তোলন একটি আঙুল দ্বারা একটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি নিম্নলিখিত বাক্যাংশটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

কিন্তু সর্বোচ্চ সঙ্গী, "কিন্তু সর্বোচ্চ সঙ্গী," এবং "কিন্তু সর্বোচ্চ সঙ্গী।"

তাঁর পবিত্র জিহ্বায় এই বাক্যাংশগুলির পুনরাবৃত্তি ছিল, এবং তারপরে তাঁর হাত পড়ে গেল এবং বিশুদ্ধ চোখ খুলে ছাদের দিকে তাকাতে শুরু করল। একজন শুদ্ধ আত্মা তখন পবিত্র পৃথিবীতে পৌঁছেছিল এবং সে সময় তার পবিত্র বয়স হয়েছিল 63 বছর।

দিনটি ছিল সোমবার, রব্বিল আউয়াল মাসে, 11 হেগিরা, 632 খ্রিস্টাব্দের মে মাসের সাথে

সামঞ্জস্যপূর্ণ, তারিখটি সম্পর্কে, পহেলা রব্বিল আউয়াল থেকে 12 রব্বিল আউয়াল পর্যন্ত ঐতিহ্য

রয়েছে । কিন্তু পহেলা রব্বিল
আউয়ালের কথাটিকে ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত বলে গণ্য করা হয় এবং প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়। যাইহোক, এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে ঐতিহ্যগত তারিখটি 12 ই রব্বিল আউয়াল। (আল-রাওয়াজ আনাফ, ইমাম সুহালী, ঐতিহাসিক ইমাম মূসা বিন আকবা, মোহাদিত ইমাম লাইস মাসরি, এবং মোহাদিস আবু নাইম)।

এভাবেই সংক্ষেপে বলা যায়, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের সাথে মিল রেখে ৬৩২ হিজরীর ১১

ই রব্বিল আউয়াল তারিখে নবী এই
নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন।

ইবান ইসহাক "সিরাত"-এ লিখেছেন যে মৃত্যু বিকেলে ঘটেছে, তবে সৈয়দ আনাস বিন মালিক থেকে ইমাম বুখারী, একজন মুসলিম থেকে হাদীস রয়েছে যে এটি সন্ধ্যায় ঘটেছে। এবং দুপুর ও সন্ধ্যা উভয় রেওয়ায়েতে হাফিজ ইবনে হাজারকে এমন একটি মিল দেওয়া হয়েছিল যে দুপুরের পরে সন্ধ্যার সময় শুরু হয়েছিল (সীরাত নবী খন্ড 2 পৃষ্ঠা 169)।

তিনি যে পোশাক পরেছিলেন সেখানে তাকে দাফন গোসল করানো হয়েছিল। সৈয়দনা আলীকে জানাজায় গোসল করানো হয় এবং তিনি হাতে

কাপড়ের গ্লাভস পরেছিলেন। সাইয়েদনা আব্বাস ও তার দুই ছেলে ফজল ইবনে আব্বাস ও কাসাম ইবনে আব্বাসকে শরীরে এদিক-ওদিক করে দেওয়া হয়। সৈয়দ উসামা ও সৈয়দ শাকরান (বিশেষ সেবক), যারা পানি ঢালছিলেন এবং অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করছিলেন সৈয়দ আওয়াস বিন খাউলি আনসারী।

দাফন গোসল শেষ করার পর তাকে তিনটি সুতির সাদা কাপড়ে একটি কাফন দেওয়া হয় যাতে পাগড়ি বা শার্টের মতো কোনো কাপড় ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম)।

মদীনার রেওয়ায়েত অনুযায়ী, আবু তালহা আনসাই একটি বগলী কবর (এক ধরনের কবর যাতে কবরের একপাশে দাফনের জায়গা তৈরি করা হয়) প্রস্তুত করেন। কবরে পৃথিবীতে আর্দ্রতা ছিল, তাই কবরের বিছানায় একটি বিস্তৃতি ছিল যার উপর নবীর মৃত্যু হয়েছিল।

কবরের পাশে লাশ রাখা হয়। অতঃপর প্রত্যেক দল থেকে একজন করে দোয়া, দোয়া এবং তাকবির (আল্লাহর প্রশংসা) শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে আসতে শুরু করে এবং সেখান থেকে চলে যায় এবং জানাজায় কোন নেতা ছিল না। আর সবাই এককভাবে নামাজ আদায় করবে।

সর্বপ্রথম, সৈয়দ আব্বাস তার জানাযার নামাজ আদায় করেন, তারপর বনু হাশিমের পরিবারের

সদস্যরা, এবং এর উপর, মাহাজির (মুহাজিররা ছিলেন প্রথম ইসলামে ধর্মান্তরিত এবং ইসলামিক নবী মুহাম্মদের উপদেষ্টা) এবং তারপর আনসার (মদিনার প্রথম দিকের মুসলমানদের বলা হয়)। আনসার ("সাহায্যকারী") এইভাবে, সাহাবীগণ এবং সাধারণ মুসলমানগণ জানাযার নামায পড়লেন , এবং এইভাবে গভীর রাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

তার অসুস্থতার সময়, নবী তার পরিবারের সদস্যদের বলেছিলেন যে যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তখন সমস্ত লোক অল্প সময়ের জন্য ঘর ছেড়ে চলে যাবে এবং ফেরেশতা গ্যাব্রিয়েল, মিকায়েল এবং ইসরাফিলের পরে, মৃত্যুর ফেরেশতা, ইজরায়েল, সঞ্চালন করবেন। প্রার্থনা এবং এর পরে, আপনার সমস্ত দলের মধ্যে, একে একে ঘরে প্রবেশ করুন এবং তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের উপর আল্লাহর রহমত পাঠ করুন এবং তাঁকে শান্তি দিন। (মাসান বাজার, মাসদারক হাকিম)।

মৃতদেহটি সৈয়দনা আলী, আব্বাস, ফজল বিন আব্বাস, কাসাম বিন আব্বাস এবং আশকরান (বিশেষ সেবক) দ্বারা কবরে নামানো হয়েছিল এবং নয়টি ইট দিয়ে কবরটি বন্ধ করা হয়েছিল। তারপর কবরটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয় এবং পবিত্র কবরটিকে একটি কোহন (কুঁজ (উট বা ষাঁড়

ইত্যাদি) এর মতো একটি আকৃতি দেওয়া হয় এবং কবরের উপরের দিকে একটি জলের স্প্রে ছিল।

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, জানাজা ও দাফন শেষে 30,000 এরও বেশি সাহাবী কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

তিনিই আমার হৃদয়কে সঙ্কটের মধ্যে কবর দিয়েছিলেন।
তাই তার কল্যাণ, মাটি ও সম্মানে ধন্য হও।
আপনি যে কবরে আছেন তার জন্য আমার আত্মা মুক্তি।
এর মধ্যে রয়েছে আচার-আচরণ এবং এতে রয়েছে উদারতা এবং উদারতা অভ্যাস।

দ্য এন্ড।